দৈনিক
# সকালবেলা
নতুন প্রজন্মের কাগজ
The Daily Sakalbela
প্রতিষ্ঠাতা ঃ সৈয়দ এনামুল হক
প্রকাশনার ৩০ বছর



আনচেলত্তিকে ব্রাজিল ছাড়ার অনুরোধ

পৃষ্ঠা-০৬

বুধবার
- রেজি নং ডিএ- ১৯৮৭
- ৩০ তম বর্ষ, ১৯৪ সংখ্যা
- ঢাকা, ১৮ নভেম্বর ২০২৬
- ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাংলা
- ০৭ জমা: সানি ১৪৪৮ হিজরী
- ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫ টাকা

## কোয়াড বৈঠক দিয়ে এশিয়া সফর শুরু করছেন ট্রাম্প

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :**
গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) ফিলিপাইনে পৌঁছাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিকে তার এ সফরে ইন্দো-প্যাসিফিক দেশগুলোর জোট কোয়াডের ২ এর পাতায় দেখুন

## বাকশালের একটি অংশই ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে: রিজভী

**স্টাফ রিপোর্টার :**
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, বাকশালের একটি অংশই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যদের হত্যা করেছিল। গতকাল মঙ্গলবার ২ এর পাতায় দেখুন

## এসডিজি বাস্তবায়নে সংসদীয় তদারকি জোরদারের আহ্বান স্পিকারের

**স্টাফ রিপোর্টার :**
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ একটি কার্যকর সংসদ। এই সংসদের সংসদ-সদস্যরা খুবই দক্ষ ও প্রশিক্ষিত। বিভিন্ন পেশার স্বনামধন্য ব্যক্তি ২ এর পাতায় দেখুন

তুমি রবে নিরবে...

**বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি**



লায়ন, এ্যাডভোকেট
**সৈয়দ এনামুল হক**
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সকালবেলা
এবং The Daily Morning Times
মহাসচিব : বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ (BSP)
ইংরেজি সংবাদ পাঠক : বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

জন্ম ঃ ১৬ এপ্রিল ১৯৫৬
মৃত্যু ঃ ২৭ অক্টোবর ২০২০

# ফাঁদে পা নয়, রাজপথে সক্রিয় থাকার নির্দেশ

**স্টাফ রিপোর্টার :**
বিজয়ের মাস ডিসেম্বরজুড়ে রাজপথে সক্রিয় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। দল ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের নিজস্ব ব্যানারে পৃথক কর্মসূচি নিয়ে দেশব্যাপী মাঠে থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই

### তৃণমূলের সঙ্গে কেন্দ্রের দূরত্ব কমানোর উদ্যোগ

সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে ঐক্যবদ্ধ থাকা, কোনো ধরনের উসকানিতে পা না দেওয়া এবং দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে কঠোর বার্তা দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সাংগঠনিক সমন্বয় জোরদার করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দলের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন বিএনপি প্রধান। বিশেষ করে ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলকে ডিসেম্বরজুড়ে নিজস্ব উদ্যোগে রাজপথে সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন বিরোধী দলের রাজনীতি ও আন্দোলনের পর ক্ষমতায় আসা বিএনপির জন্য এটিই প্রথম বিজয়ের মাস। এ উপলক্ষে ধারাবাহিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দলীয় সাংগঠনিক শক্তি সংহত করার পাশাপাশি নেতাকর্মীদের মাঠের রাজনীতিতে সক্রিয় রাখতে চায় দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব। গত রবিবার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টার বৈঠকে এসব নির্দেশনা দেন তারেক রহমান। বৈঠকে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সম্ভাব্য উসকানি মোকাবিলা এবং দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়েও আলোচনা হয়। বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক নেতা এসব তথ্য জানিয়েছেন। নেতারা বলছেন, বিজয়ের মাস ডিসেম্বরকে সামনে রেখে রাজপথে সরব থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। রাজপথের কর্মসূচিতে অবস্থান কর্মসূচি, পথসভা-সমাবেশ, সাংস্কৃতিক কর্মকা-ের মাধ্যমে সারাদেশে সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এতে মূল দলের পাশাপাশি যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলকে নিজ নিজ উদ্যোগে পৃথক কর্মসূচি প্রণয়ন করে মাঠে সক্রিয় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তারেক ২ এর পাতায় দেখুন



গতকাল জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন হবিগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা। ছবি : পিএমও

## ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য এখন থেকেই নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :**
পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা, শিল্প-সংস্কৃতি ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে নিজেদের দক্ষ করে তুলতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই ভবিষ্যতের কর্মজীবন ও নেতৃত্বের জন্য এখন থেকেই নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হবিগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১২৪ জন শিক্ষার্থী ও ২৬ জন শিক্ষক সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে ২ এর পাতায় দেখুন

## সংসদে এমপিদের নিয়মিত উপস্থিত থাকার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

**স্টাফ রিপোর্টার :**
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারদলীয় সব সংসদ সদস্যকে যথাসময়ে সংসদে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সংসদের দৈনন্দিন কার্যক্রমেও তাদের অংশ নিতে বলেছেন তিনি। গতকাল রোববার জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি এক অফিস আদেশে প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনার কথা জানান। এতে দেশের বাইরে অবস্থানরত সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের দ্রুত দেশে ফিরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। গত ৯ নভেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয়। সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বুধবার পর্যন্ত এ অধিবেশন চলার কথা রয়েছে। শুক্র ও শনিবার বাদে প্রতিদিন বিকাল ৪টা ২০ মিনিটে সংসদের বৈঠক বসার সময় নির্ধারণ করা হয়, পরে ২ এর পাতায় দেখুন



## প্রথমবারের মতো জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হলো রূপপুরের বিদ্যুৎ

**স্টাফ রিপোর্টার :**
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে সেই দিনটি এলো। ধারাবাহিক কারিগরি কার্যক্রম এবং বিভিন্ন ধাপের জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রূপপুর থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) বিকেল ৩টা ১৬ মিনিটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনামের উপস্থিতিতে প্রথম ইউনিট থেকে প্রথমবারের মতো ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু হয়। ৩টা ৪৫ মিনিটে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক তথ্য কর্মকর্তা সৈকত আহমেদ গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ ২ এর পাতায় দেখুন

## মজুরি বোর্ডের স্থগিত সভা ২৩ নভেম্বর

**স্টাফ রিপোর্টার :**
গার্মেন্টস শিল্প খাতের সব শ্রেণির শ্রমিক ও কর্মচারীর নিম্নতম মজুরি নির্ধারণে সুপারিশ প্রণয়নসংক্রান্ত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের স্থগিত হওয়া তৃতীয় সভা আগামী ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিন বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় অবস্থিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সচিব রাইসা আফরোজ স্বাক্ষরিত এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়। নোটিশে বলা হয়, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১৩৯ ধারা অনুযায়ী গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের লক্ষ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ আজাদ সুবহানীর সভাপতিত্বে এ সভা ২ এর পাতায় দেখুন

ইউরোপে পোশাকের বাজার

# বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে চীন-ভিয়েতনাম

**স্টাফ রিপোর্টার :**
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে প্রায় ১২ শতাংশ। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১৩ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ইউরোর। গত বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ১৫ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ইউরো। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি কমেছে ১ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ইউরো। এ সময়ে চীন ও ভিয়েতনাম ইউরোপের বাজারে নিজেদের রপ্তানি বাড়িয়েছে। ফলে বড় দুই প্রতিযোগীর সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবধান আরও বেড়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম নয় মাসে ইইউর মোট পোশাক আমদানি কমেছে ২ দশমিক ৪৬ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ে ৭২ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ইউরোর পোশাক আমদানি করেছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন। চলতি বছরের একই সময়ে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭০ দশমিক ৭২

**বাংলাদেশের রপ্তানি কমার কারণ**
- চাহিদা দুর্বল হয়ে পড়া
- প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে মূল্য প্রতিযোগিতা
- অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সংকট



বিলিয়ন ইউরোতে। অর্থাৎ ইউরোপের পোশাকের বাজারে সামগ্রিক চাহিদা কমেছে। তবে বাংলাদেশের রপ্তানি কমার হার বাজারের সামগ্রিক পতনের তুলনায় অনেক বেশি। এ সময়ে ইউরোপের প্রধান পোশাক সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে চীন ও ভিয়েতনাম ছাড়া অন্যদের রপ্তানিও কমেছে। তবে বাংলাদেশের পতনের হার ছিল প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে বেশি। রপ্তানিকারকেরা বলছেন, ইউরোপের বাজারে চাহিদা দুর্বল হয়ে পড়া, প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে মূল্য প্রতিযোগিতা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সংকটের কারণে রপ্তানি কমেছে। তাঁদের মতে, এসব পরিস্থিতি উৎপাদন ও সরবরাহের সক্ষমতার ওপর চাপ তৈরি করছে।
**চীন ও ভিয়েতনামের অগ্রগতি :** ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের প্রধান দুই প্রতিযোগী চীন ও ভিয়েতনাম এ সময়ে রপ্তানি বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর সময়ে চীন থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ২৪ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ইউরোর। গত বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২৩ দশমিক ২১ বিলিয়ন ইউরো। অর্থাৎ চীনের রপ্তানি বেড়েছে ২ এর পাতায় দেখুন



## হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :**
বেশকিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়ে বাসায় ফিরেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। বর্তমানে শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন তিনি। এর আগে, গত ১৫ নভেম্বর মন্ত্রীর হৃদ্?যন্ত্রে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে। এর মধ্যে দুটি ব্লকে রিং (স্টেন্ট) বসানো হয়। অপর ব্লকটিতে বেলুন এনজিওপ্লাস্টির ২ এর পাতায় দেখুন

ঊর্ধ্বমুখী শেয়ারবাজার

## ৯০০ কোটি টাকা ছাড়ালো লেনদেন

**স্টাফ রিপোর্টার :**
প্রায় তিন মাস পর দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ৯০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। লেনদেনের গতি বাড়ার পাশাপাশি মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান। এতে বেড়েছে মূল্যসূচক। অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। এর ফলে বেড়েছে মূল্যসূচক। তবে সিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ কমেছে। এর মাধ্যমে চলতি সপ্তাহের তিন কার্যদিবসেই বাড়লো মূল্যসূচক। এদিন ডিএসইতে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মাধ্যমে। ফলে লেনদেনের ২ এর পাতায় দেখুন



মিরপুরে ফের পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ, পুলিশের বাধা

## মিরপুরে ফের পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ টিয়ারশেল-সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

**স্টাফ রিপোর্টার :**
ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে ঢাকার মিরপুরে সড়কে নেমে ফের সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেছে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৯টার দিকে তারা মিরপুর ১১ নম্বরে মেট্রো স্টেশনের নিচে সড়কে অবস্থানের চেষ্টা করে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯টার দিকে কয়েকশ পোশাক শ্রমিক লাঠি হাতে মিরপুর-১ নম্বর এলাকায় জড়ো হন। পরে তারা মিছিল নিয়ে মিরপুর-১০ নম্বরের দিকে ২ এর পাতায় দেখুন

রামিসা হত্যা-ধর্ষণ মামলা

# সোহেলের মৃত্যুদণ্ড বহাল

## স্বপ্না খাতুন খালাস

**স্টাফ রিপোর্টার :**
রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে সাত বছরের শিশু রামিসাকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনার মামলায় আসামি সোহেল রানার মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপর আসামি সোহেলের স্ত্রী স্বপ্না খাতুনকে খালাস দিয়েছেন উচ্চ আদালত। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) দুপুর পৌনে ১টায় বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। সোহেল রানার মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট বলেন, রামিসার হত্যা নৃশংস ও অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয়েছে। এ ধরনের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডই উপযুক্ত শাস্তি। রায় ঘোষণার সময় আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ওসমান চৌধুরী। আসামিপক্ষে শুনানি করেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হাফিজুর রহমান খান। এ সময় রামিসার বাবা আব্দুল হান্নান মোল্লা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। গতকাল সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটে আলোচিত এই মামলার রায় ঘোষণা শুরু হয়। রায় পাঠ করে শোনান বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী। টানা দুই ঘণ্টা রায় ঘোষণা করা হয়। রায়ে সোহেল রানার মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখায় সন্তোষ প্রকাশ করেন রামিসার বাবা আব্দুল ২ এর পাতায় দেখুন



### পল্লবীর শিশু হত্যা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি একটি রেকর্ড
-অ্যাটর্নি জেনারেল

**স্টাফ রিপোর্টার :**
রাজধানীর পল্লবীতে সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার মামলায় নিম্ন থেকে উচ্চ আদালত-দুই পর্যায়েই দ্রুত ২ এর পাতায় দেখুন



## প্রতি জেলায় একটি করে আধুনিক মন্দির হবে: ধর্মমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :**
দেশের প্রতিটি জেলায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি করে আধুনিক মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে প্রকল্প দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছেন ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ)। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের সপ্তম দিনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। নোয়াখালী-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফখরুল ২ এর পাতায় দেখুন



## শেখ হাসিনার আপিল করার সুযোগ নেই: ডা. জাহেদ

**স্টাফ রিপোর্টার :**
প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বলেছেন, প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে হবে। তার বাবার করা আইনেই তার বিচার নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া তার আপিল করারও সুযোগ নেই। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সচিবালয়ে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। শেখ হাসিনার ফেরা নিয়ে সরকার চাপে নেই উল্লেখ করে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, শেখ হাসিনার ২ এর পাতায় দেখুন

# রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন ৭৮ শতাংশ নারী

## ঝুঁকি পুরুষের তুলনায় বেশি

**বিশেষ প্রতিবেদক ■**
শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পাওয়া, মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, অল্প বয়সে বিয়ে ও মাতৃত্বসহ বিভিন্ন কারণে নারীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার ঝুঁকি বাড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবারের অন্য সদস্যদের তুলনায় নিজের খাবার ও স্বাস্থ্যের প্রতি নারীদের কম মনোযোগ। ফলে পুরুষের তুলনায় নারীরা প্রায় দ্বিগুণ হারে রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হচ্ছেন। চট্টগ্রাম বিভাগের চারটি গ্রামীণ ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসা প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় এমন চিত্র উঠে এসেছে। গবেষণায় অংশ নেওয়া নারীদের মধ্যে ৭৭ দশমিক ৯ শতাংশের রক্তস্বল্পতা পাওয়া গেছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে এ হার ৩৯ দশমিক ৭ শতাংশ। আন্তর্জাতিক সাময়িকী হেলথ সায়েন্স রিপোর্টস গত ১০ অক্টোবর গবেষণাটি প্রকাশ করে। এতে দেখা গেছে, নারী-পুরুষ মিলিয়ে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৪৫৯ জনের মধ্যে ৫৯ দশমিক ৩ শতাংশ রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত। গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, আক্রান্ত ব্যক্তিদের ২৭ শতাংশ মৃদু, ২৯ দশমিক ৬ শতাংশ মাঝারি এবং ২ দশমিক ৬ শতাংশ তীব্র রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন। অর্থাৎ আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের রক্তস্বল্পতা মাঝারি থেকে তীব্র পর্যায়ে রয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে রোগের তীব্রতার পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য। পুরুষের তুলনায় নারীদের মৃদু রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার আপেক্ষিক ঝুঁকি ২ দশমিক ৫১ গুণ। মাঝারি মাত্রার রক্তস্বল্পতার ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি ১১ দশমিক



৫৩ গুণ। তীব্র রক্তস্বল্পতার ক্ষেত্রেও নারীরা বেশি ঝুঁকিতে থাকলেও গবেষণায় এ ধরনের রোগীর সংখ্যা কম থাকায় হিসাবটির অনিশ্চয়তা তুলনামূলক বেশি। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, স্বাভাবিক ওজনের মানুষের তুলনায় কম ওজনের মানুষের মাঝারি মাত্রার রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৩ দশমিক ৪২ গুণ বেশি। গবেষণাকালে চারটি গ্রামীণ ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসা ২ হাজার ১১৮ জন প্রাপ্তবয়স্কের তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়। তবে যাদের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষার তথ্য পাওয়া গেছে, এমন ৪৫৯ জনকে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাদের মধ্যে ২৩৫ জন নারী ও ২২৪ জন পুরুষ। গবেষকদের মতে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়ার সময় নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ঝুঁকির পার্থক্যকে গুরুত্ব দিতে হবে।
**কেন বাড়ছে নারীদের ঝুঁকি :** নারীদের রক্তস্বল্পতার পেছনে শুধু খাবারের ঘাটতি নয়, বরং জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে পুষ্টির বাড়তি চাহিদা এবং স্বাস্থ্যসচেতনতার অভাবও ভূমিকা রাখছে। মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, গর্ভাবস্থা ও সন্তান জন্মদানের সময় শরীরে আয়রনসহ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ না করায় অনেক নারী রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হন। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মাহবুবা জামিল বলেন, বাংলাদেশের নারীদের রক্তস্বল্পতার অন্যতম কারণ অপুষ্টি, বাল্যবিয়ে ও অল্প বয়সে মাতৃত্ব। কম বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণের ২ এর পাতায় দেখুন

## এইচএসসি সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ

**স্টাফ রিপোর্টার :**
উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা ২০২৬-এর কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। তালিকায় কেন্দ্রের কোড নম্বর, কেন্দ্রের আওতাধীন কলেজের নাম ও কোড নম্বর, কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত নির্দেশনায় বলা হয়, কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের কাছ থেকে কেন্দ্র ফি-এর টাকা গ্রহণ করবেন। এরপর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে গোপনীয় কাগজপত্র এবং অলিখিত উত্তরপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে সংগ্রহ করে পরীক্ষা পরিচালনা করবেন। প্রতিদিন সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা শেষে ওএমআরের প্রথম ২ এর পাতায় দেখুন



## কর্মসংস্থান ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশ-ফিজি উদ্যোগ

**স্টাফ রিপোর্টার :**
ফিজিতে বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারে আলোচনা করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী ও ভারতে নিযুক্ত ফিজির হাইকমিশনার জগন্নাথ সামি। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর দপ্তরে তাদের মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শ্রম অভিবাসন, বাণিজ্য বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগ এবং টেকসই কৃষিতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় বাংলাদেশি ড্রাইভারদের লাইসেন্স ইস্যু অথবা রূপান্তরের প্রক্রিয়া ৩ মাস থেকে কমিয়ে আনতে এবং বাংলাদেশি কর্মীদের বর্তমান মেয়াদ শেষে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
# সকালবেলা
নতুন প্রজন্মের কাগজ
The Daily Sakalbela
বুধবার
১৮ নভেম্বর ২০২৬
প্রকাশনার ৩০ বছর

## তিন জেলায় ১৮ প্লাটুন আনসার মোতায়েন

**স্টাফ রিপোর্টার :**
গোপালগঞ্জের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সম্ভাব্য নাশকতা ও সহিংসতা প্রতিরোধ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুরক্ষায় তিন জেলায় ১৮ প্লাটুন আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জে আট, গাজীপুরে ছয় এবং নারায়ণগঞ্জে চার প্লাটুন সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। মঙ্গলবার আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহকারী পরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. নাজমুস সাকিব এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, কেপিআইভুক্ত স্থাপনাসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনার নিরাপত্তায় আনসার ব্যাটালিয়নকে স্ট্যাটিক ৭ এর পাতায় দেখুন

## সহিংসতা বন্ধ ও সমন্বিত সুরক্ষায় হচ্ছে পৃথক শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর

**স্টাফ রিপোর্টার :**
শিশুদের প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন, অবহেলা ও শোষণ বন্ধে সমন্বিত, জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ও টেকসই অর্থায়ননির্ভর শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পৃথক শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের শিশু সুরক্ষা শাখাকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত 'সেকেন্ড গ্লোবাল মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্স অন এন্ডিং ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট চিলড্রেন' সম্মেলনের এক স্যাটেলাইট ইভেন্টে এসব কথা বলেন নারী ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। 'স্ট্রেংদেনিং চাইল্ড প্রোটেকশন সিস্টেমস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং ফর সাসটেইনেবল ইমপ্যাক্ট' শীর্ষক অধিবেশনে মূল বক্তব্য ৭ এর পাতায় দেখুন



রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছে গতকাল বঙ্গভবনে 'সুপ্রীম কোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫' পেশ করেন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। -পিআইডি

## রাষ্ট্রপতির কাছে সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন পেশ প্রধান বিচারপতির

**স্টাফ রিপোর্টার :**
রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছে সুপ্রিম কোর্টের 'বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৫' পেশ করেছেন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে বঙ্গভবনে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা কমিটির সদস্যরা রাষ্ট্রপতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিবেদন পেশ করেন। এসময় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সম্পাদনা কমিটির চেয়ারম্যান ও আপিল বিভাগের বিচারপতি আশফাকুল ইসলাম, কমিটির সদস্য আপিল বিভাগের বিচারপতি রেজাউল হক, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কে. এম. হাফিজুল আলম, বিচারপতি বজলুর রহমান, বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি বশির উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন ৭ এর পাতায় দেখুন

## ২৫ বছরে ৪ কোটি মৃত্যুর হুঁশিয়ারি ডব্লিউএইচওর

**স্টাফ রিপোর্টার :**
অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধক্ষমতা (এএমআর) ক্রমাগত বাড়তে থাকায় আগামী ২৫ বছরে বিশ্বে ৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মৃত্যু হতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। এর ফলে নিয়মিত অস্ত্রোপচার ও সন্তান জন্মদানের মতো চিকিৎসাপদ্ধতিও প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। জাতিসংঘের স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা গত সোমবার বলেছেন, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধক্ষমতা মোকাবিলায় প্রতিরোধ, রোগ নির্ণয় এবং অ্যান্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের তুলনায় অনেক ধীর। ডব্লিউএইচওর এএমআর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জ্যঁ-পিয়েরে নিয়েমাজি এএমআরবিষয়ক ষষ্ঠ বার্ষিক গ্লোবাল মিডিয়া ফোরামের ভার্চুয়াল সম্মেলনে বলেন, কোভিড-১৯-এর মতো বিষয়টি দৃশ্যমান না হলেও ওষুধ প্রতিরোধী সংক্রমণে বছরের পর বছর ধরে মানুষ মারা যাচ্ছে। অথচ বিষয়টি আমাদের নজরে আসছে না এবং এ নিয়ে যথাযথভাবে সতর্কসংকেতও দেওয়া হচ্ছে না। ডব্লিউএইচওর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু ২০২১ সালেই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধক্ষমতার কারণে সরাসরি ১০ লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া প্রায় ৪৭ লাখ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে এটি সংশ্লিষ্ট ছিল। চলতি বছর ১৮৩টি দেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধক্ষমতা মোকাবিলায় অগ্রগতি নিয়ে করা এক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, প্রায় ৯০ শতাংশ দেশের এ বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৭ সালে এ হার ছিল প্রায় ৪০ শতাংশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এএমআরবিষয়ক কারিগরি কর্মকর্তা প্রবাশা প্রকাশ বলেন, মাত্র ৪২টি দেশে- যা মোট দেশের এক-পঞ্চমাংশেরও কম- এমন কর্মপরিকল্পনা রয়েছে, যেগুলোর অর্থায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। তবে ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতির গতি আরও বাড়াতে হবে। সর্বশেষ বৈশ্বিক নজরদারির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ডব্লিউএইচওকে জানানো পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হওয়া ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের প্রতি ছয়টির একটিতে চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা পাওয়া গেছে। ডব্লিউএইচওর এএমআরবিষয়ক নজরদারি বিভাগের প্রধান সিলভিয়া ৭ এর পাতায় দেখুন





## ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু

### হাসপাতালে ভর্তি ১৫৩৭

**স্টাফ রিপোর্টার :**
এক দিনে দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে ১৫৩৭ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গু বিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা মহানগরে ৩২৮ জন (সরকারি হাসপাতালে ২৪০ ও বেসরকারি হাসপাতালে ৮৮ জন) ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১১৬ জন, ময়মনসিংহে ৫৭ জন, চট্টগ্রামে ২৯৭ জন, খুলনায় ২৬৭ জন, ৭ এর পাতায় দেখুন



## নাশকতার মধ্যেও সরকারের ওপর বিশ্ববাসীর আস্থা দেখছি

-মাহদী আমিন

**স্টাফ রিপোর্টার :**
আওয়ামী লীগের নাশকতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকার এবং দেশের প্রতি বিশ্ববাসী ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করা হলেও সরকার সর্বোচ্চ সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ৭ এর পাতায় দেখুন

## ১১ দলীয় ঐক্যে জোটে ভাঙনের সুর

### স্থানীয় নির্বাচন ॥ দ্বিমুখী চাপে কোন পথে জামায়াত?

- মেয়র প্রার্থী নিয়ে বাড়ছে মতবিরোধ
- মামুনুল হকের হুঁশিয়ারিতে চাপে জামায়াত
- জামায়াতের সঙ্গে জোট ছাড়লেন সামান্তা
- স্থানীয় ভোটে একক লড়াইয়ের ঘোষণা এনসিপির
- সমঝোতা নিয়ে শরিকদের মধ্যে মতভিন্নতা
- জাতীয় ঐক্য ধরে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
www.jamaat-e-islami.org
بنغلاديش الجماعة الاسلامية
Bangladesh Jamaat-e-Islami

**স্টাফ রিপোর্টার :**
জাতীয় রাজনীতিতে ঐক্যের বার্তা দিলেও স্থানীয় সরকার নির্বাচন ঘিরে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের শরিকরা। বিশেষ করে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে জামায়াত, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মধ্যে সমঝোতার বদলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই স্থানীয় নির্বাচনে আলাদা প্রার্থী দেওয়া হলে জোটের ঐক্য দুর্বল হওয়ার দায় জামায়াতকে নিতে হবে বলে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। অন্যদিকে, জামায়াতের সঙ্গে জোটের বিরোধিতা করে এনসিপি ছেড়েছেন দলটির জ্যেষ্ঠ নেত্রী সামান্তা শারমিন। একদিকে ইসলামপন্থি মিত্রদের কাছ থেকে নির্বাচনী সমঝোতার চাপ, অন্যদিকে জামায়াতের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট নিয়ে এনসিপির অভ্যন্তরে বাড়তে থাকা অসন্তোষ এই দুই দিক থেকেই চাপে পড়েছে ১১ দলীয় ঐক্যের প্রধান শক্তি জামায়াতে ইসলামী। জাতীয় সংসদ ও রাজপথের আন্দোলনে একসঙ্গে থাকার ঘোষণা থাকলেও স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শরিকদের মধ্যে বাড়ছে দূরত্ব। জামায়াতের জন্য চ্যালেঞ্জটি শুধু নির্বাচনী প্রার্থী নিয়ে সমঝোতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ৭ এর পাতায় দেখুন

## শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ অত্যন্ত জরুরি

-ডেপুটি স্পিকার

**স্টাফ রিপোর্টার :**
শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবইয়ের পড়াশোনায় সীমাবদ্ধ না রেখে সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। পাশাপাশি তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে জাতীয় সংসদের হুইপ আলহাজ জি. কে. গউছের নির্বাচনী এলাকার ১৪৮ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন। সাক্ষাৎকালে ডেপুটি স্পিকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নেন এবং তাঁদের সঙ্গে আন্তরিক কুশল বিনিময় করেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে এবং দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ৭ এর পাতায় দেখুন



## চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিক বিক্ষোভ বন্ধ দুই গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল

**স্টাফ রিপোর্টার :**
বেতন-ভাতা বাড়ানো, গ্র্যাচুইটি ও চাকরিসংক্রান্ত অন্যান্য আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতে চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেছেন সাইফ পাওয়ারটেকের শ্রমিকেরা। মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও চিটাগাং কনটেইনার টার্মিনালে (সিসিটি) ক্রেন পরিচালনা বন্ধ রেখে জেটিতে অবস্থান নেন তারা। এতে কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকে কনটেইনার ওঠানামার কাজ। শ্রমিকদের এ কর্মসূচিতে এনসিটি ও সিসিটির শত শত কর্মী অংশ নেন। পরে তাদের সঙ্গে যোগ দেন জেনারেল কার্গো বার্থের (জিসিবি) শ্রমিকেরাও। ক্রেন বন্ধ থাকায় এ সময় জাহাজ থেকে আমদানি পণ্যভর্তি কনটেইনার খালাস এবং রফতানি পণ্যভর্তি কনটেইনার জাহাজে তোলার কার্যক্রম ব্যাহত হয়। আন্দোলনরত শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাদের চাকরিসংক্রান্ত পাওনা, গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এসব ৭ এর পাতায় দেখুন



## পদত্যাগ করেছেন বিএনপির এমপি ওসমান ফারুক

**স্টাফ রিপোর্টার :**
কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। পদত্যাগপত্রটি এরইমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) জাতীয় সংসদের অধিবেশনে স্পিকার এ তথ্য জানিয়েছেন। এদিন বিকাল সোয়া ৪টায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের সপ্তম দিনের বৈঠক শুরু হয়। অধিবেশনের শুরুতেই পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করে স্পিকার ৭ এর পাতায় দেখুন

## ১ হাজার বৈদ্যুতিক বাস আমদানির পরিকল্পনা সরকারের

**স্টাফ রিপোর্টার :**
সারাদেশে পরিবেশবান্ধব গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগের অংশ হিসেবে আগামী তিন বছরে ১ হাজারটি বৈদ্যুতিক বাস আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। এর মধ্যে ঢাকায় চলাচলের জন্য ২০০টি বাস বরাদ্দের পরিকল্পনা রয়েছে। বাকি বাসগুলো রাজধানীর বাইরের বিভিন্ন রুটে চালানো হবে। সরকারের বৈদ্যুতিক বাস চালুর পরিকল্পনা নিয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গণপরিবহন সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ঢাকার জন্য প্রাথমিকভাবে ২০০টি বাসের বহর গড়ে তোলা হবে। প্রথম পর্যায়ে ৫০টি বাস আসার কথা রয়েছে। এরপর আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে আরও ১০০টি বাস আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিকল্পিত বাসগুলোর মধ্যে ৫০টি হবে গোলাপি রঙের, যা শুধু নারী যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নারীদের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাতায়াত নিশ্চিত করতেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, আরও ৫০টি হবে লাল রঙের সাধারণ সার্ভিসের বাস, যেখানে নারী ও পুরুষ উভয় যাত্রী চলাচল করতে পারবেন। বাসগুলোর আকারেও ভিন্নতা থাকবে। নারীদের জন্য নির্ধারিত গোলাপি বাসগুলোর দৈর্ঘ্য হবে তুলনামূলক কম, ৯ মিটার। অন্যদিকে, লাল রঙের সাধারণ সার্ভিসের বাসগুলোর দৈর্ঘ্য হবে ১২ মিটার। বৈদ্যুতিক বাসগুলোর নির্বিঘ্ন পরিচালনা নিশ্চিত করতে ঢাকায় বাস রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য কারিগরি সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা বরাদ্দেরও পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। তবে বাসগুলোর সুনির্দিষ্ট আসনসংখ্যা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বাসের আকার ও অভ্যন্তরীণ বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে আসনসংখ্যা নির্ধারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো প্রচলিত জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানো, বায়ুদূষণ হ্রাস করা এবং ঢাকা ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আরও টেকসই ও যাত্রীবান্ধব গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নারীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন রুটে পিংক বাস চালু করা হয়েছে। বিআরটিসির জেনারেল ম্যানেজার ৭ এর পাতায় দেখুন



পরিকল্পিত বাসগুলোর মধ্যে ৫০টি হবে গোলাপি রঙের, যা শুধু নারী যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।



শিল্প, বস্ত্র ও পাট এবং বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির গতকাল সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটান অঞ্চলের ডিভিশন ডিরেক্টর জাঁ পেসমের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক করেন

## ব্যবসা সহজীকরণ ও রপ্তানি বহুমুখীকরণে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা চাইল বাংলাদেশ

**স্টাফ রিপোর্টার :**
ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন, সরকারি সেবার ডিজিটাল রূপান্তর এবং তৈরি পোশাকনির্ভর রপ্তানি কাঠামো থেকে বেরিয়ে নতুন শিল্প খাতের বিকাশে বিশ্বব্যাংকের নীতিগত ও কারিগরি সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণ সামনে রেখে আগামী তিন বছরের জন্য একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সকালে সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটান অঞ্চলের ডিভিশন ডিরেক্টর জাঁ পেসমের নেতৃত্বাধীন আট সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এসব পরিকল্পনা তুলে ধরেন। বৈঠকে মন্ত্রী জানান, ব্যবসায়িক কার্যক্রমের দীর্ঘসূত্রতা কমাতে ট্রেড লাইসেন্স, পরিবেশ ও অগ্নিনিরাপত্তা ছাড়পত্র এবং আমদানি নিবন্ধন সনদ (আইআরসি) প্রদানের প্রক্রিয়া ডিজিটাল করা হচ্ছে। বর্তমানে এসব সেবা পেতে ৫০ থেকে ৫৫ দিন বা তারও বেশি সময় লাগলেও ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো তথা 'ইনভেস্ট বাংলাদেশ'-এর ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পোর্টালের ৭ এর পাতায় দেখুন

## শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার পিছপা হয়নি

-পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :**
পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জুনায়েদ সাকি বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকার পিছপা হয়নি। অর্থনৈতিক নানা চাপের মধ্যেও সরকার শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইলের সন্তোষে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার মাজার জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন প্রসঙ্গে জুনায়েদ সাকি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে করা অধ্যাদেশ অনুযায়ী তিন বছর পরপর মজুরি পুনর্নির্ধারণের বিধান রয়েছে। বর্তমান সরকার সেই বিধান গ্রহণ করেছে। তিন বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আসায় ৭ এর পাতায় দেখুন



## গণতন্ত্রের জন্য ভাসানীর লড়াই আমাদের পথচলার প্রেরণা

**স্টাফ রিপোর্টার :**
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আদর্শ ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও টাঙ্গাইল সদর আসনের সংসদ সদস্য সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। তিনি বলেছেন, 'মওলানা ভাসানী কখনো অন্যায়-অবিচারের কাছে মাথা নত করেননি। গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন। তাঁর সেই আদর্শ বুকে ধারণ করেই আমরা সামনের পথে এগিয়ে যাব। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে টাঙ্গাইলের সন্তোষে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৫০তম ওফাতবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা বিএনপি আয়োজিত স্মরণসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল বীজ টাঙ্গাইল থেকেই বপন করেছিলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। একইভাবে দেশনেত্রী বেগম খালেদা ৭ এর পাতায় দেখুন

## ৭ দিনের রিমান্ডে সাঈদ খোকন

**স্টাফ রিপোর্টার :**
কিশোর মোতালেব হত্যা মামলায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র সাঈদ খোকনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। চব্বিশের জুলাই আগস্টে রাজধানীর ধানমন্ডি থানায় কিশোর মোতালেব হত্যা মামলায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান রিমান্ডের এ আদেশ দেন। এর আগে সকাল ৭টার দিকে অভিযান চালিয়ে রাজধানীর গুলশানের বারিধারা এলাকার একটি বাসা থেকে সাঈদ খোকনকে গ্রেফতার করে এসআরবি-১ একটি দল। সন্ধ্যায় এরপর তাকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা পুলিশ রমনা জোনাল টিমের পরিদর্শক মো. সুজন হক। আবেদনে বলা হয়, আসামি (সাঈদ খোকন) দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা করছে মর্মে তথ্য পাওয়া যায়। উক্ত আসামিকে ধৃত করা সম্ভব হলেও তার সহযোগী পলাতক শীর্ষ নেতাকর্মী অদ্যবধি আত্মগোপনে রয়েছে। এমতাবস্থায় ৭ এর পাতায় দেখুন

## আশঙ্কাজনক হারে কমছে ইলিশ উৎপাদন

**স্টাফ রিপোর্টার :**
মাত্র চার বছরের ব্যবধানে বরিশাল বিভাগে ইলিশের উৎপাদন কমেছে লক্ষাধিক মেট্রিক টনেরও বেশি। উৎপাদন আশঙ্কাজনক হারে তলানিতে ঠেকার প্রভাব পড়েছে এবারের মৌসুমেও। প্রজননের ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে নদীতে জাল ফেললেও দেখা মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশের। ফলে বরিশালের পোর্ট রোডসহ দক্ষিণাঞ্চলের মোকামগুলোতে দেখা দিয়েছে তীব্র মাছ সংকট। ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে ইলিশের দাম। নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর সাধারণত বরিশালের মোকামগুলোতে ইলিশ নিয়ে জেলে ও ব্যবসায়ীদের ব্যস্ততা চোখে পড়ে। নদী থেকে একের পর এক মাছবোঝাই ট্রলার ঘাটে ভেড়ে। আড়তে চলে হাঁকডাক, দরদাম আর বেচাকেনার প্রতিযোগিতা। কিন্তু এবার সেই চেনা দৃশ্য অনেকটাই অনুপস্থিত। মোকামগুলোতে পর্যাপ্ত মাছ না আসায় আড়তদারদের অপেক্ষার সময় বাড়ছে। জেলেদের মুখেও নেই হাসি। আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর জেলেরা নদীতে মাছ ধরতে গেলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী ইলিশ পাচ্ছেন না। একাধিকবার জাল ফেলেও অনেক নৌকায় মিলছে সামান্য কিছু মাছ। এতে জ্বালানি, শ্রমিকের মজুরি, খাবারসহ মাছ ধরার খরচ তুলতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে জেলেদের। কারও কারও ক্ষেত্রে মাছ বিক্রির আয় দিয়ে নৌকা চালানোর ব্যয় মেটানোও কঠিন হয়ে পড়ছে। ইলিশের সরবরাহ কম থাকায় এর প্রভাব পড়েছে বরিশালের পোর্ট রোড মৎস্য অবতরণকেন্দ্রের আড়তগুলোতেও। যেখানে মৌসুমে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ মাছ বেচাকেনা হওয়ার কথা, সেখানে এখন অনেক আড়তদারকে বসে থাকতে হচ্ছে ক্রেতার অপেক্ষায়। মাছ কম আসায় ব্যবসায়িক লেনদেনও কমেছে। এতে বিপাকে পড়েছেন আড়তদার, পাইকার ও মাছ পরিবহনের



সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষ। হিজলার জেলে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই নদীতে ইলিশের সংকট ছিল। তার ওপর নিষেধাজ্ঞা শেষে ধারণা ছিল আশানুরূপ ইলিশের দেখা মিলবে। কিন্তু বাস্তবে তেমন একটা ইলিশ ধরা পড়ছে না। যা ধরা পড়ছে সেগুলোর পেটে এখনো ডিম। এ কারণে অক্টোবরের শেষ দিকে আমরা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলাম। বরিশাল পোর্ট রোড মৎস্য আড়তদার সমিতির সভাপতি মো. জহির সিকদার বলেন, 'গতবছরের তুলনায় এবছর অর্ধেকও উৎপাদন নেই। ইলিশের সরবরাহ কম থাকায় আড়তে স্বাভাবিক বেচাকেনা হচ্ছে না। মাছের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশিত লেনদেনও হচ্ছে না। বরিশাল পোর্ট রোড মৎস্য আড়তদার সমিতির সভাপতি মো. জহির সিকদার বলেন, 'নিষেধাজ্ঞার আগের দিনগুলোতে পোর্ট রোডের মোকামে ইলিশের বিক্রি ছিল ১৫০-৩০০ মণ। সেখানে গত কয়েকদিন ধরে ৫০-৬০ মণ ইলিশ আসছে। চাহিদা অনুযায়ী ইলিশ ধরা না পড়ায় দাম কিছুটা বেশি। বাজার ঘুরে দেখা গেছে, দেড়কেজির বেশি ওজনের ইলিশ প্রতি মণ এক লাখ ৩০ হাজার টাকা (তিন হাজার ২৫০ টাকা কেজি) দরে বিক্রি হচ্ছে। একইভাবে এককেজি ২০০ গ্রাম থেকে দেড়কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে এক লাখ ১০ হাজার টাকায় (দুই হা

## এসডিজি বাস্তবায়নে সংসদীয়

নির্বাচিত হয়ে আসছে। আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সংসদ-সদস্যদের আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আইনপ্রণেতাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। গতকাল মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) জাতীয় সংসদের শপথ কক্ষে ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'স্ট্রেংদেনিং ইনস্টিটিউশনস, পলিসিস অ্যান্ড সার্ভিসেস (এসআইপিএস)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সংসদীয় তদারকি জোরদারকরণ' শীর্ষক অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সংসদ সচিবালয়ের সচিব ব্যারিস্টার মো. গোলাম সরওয়ার ভুঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা ডা. মো. শফিকুর রহমান, এবং ইউএনডিপি'র সিনিয়র প্রোগ্রাম অ্যাডভাইজার ড্রাগান পপোভিচ। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনি প্রকল্পের বাস্তবায়নের কারিগরি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জটিলতাও বেড়েছে। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থেকে সরকারি সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সংসদ-সদস্যদের দায়িত্ব। তিনি বলেন, এই অরিয়েন্টেশন কর্মশালার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। স্পিকার বলেন, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম এবং সংসদ-সদস্যদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এর সামঞ্জস্য খুঁজে বের করতে হবে। সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। তিনি বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি প্রকল্পের গুণগত মান বৃদ্ধি করে উন্নয়ন তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। স্পিকার বলেন, আওয়ামী লীগে বিগত ১৫ বছর প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে। ভোট জালিয়াতি, অর্থপাচার এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকার আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে।

## বাকশালের একটি অংশই ১৫ আগস্ট

অডিটোরিয়ামে ছাত্রদল আয়োজিত জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রিজভী বলেন, ১৯৭১ সালে অর্জিত অরক্ষিত স্বাধীনতা ৭ নভেম্বরের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের মাধ্যমে সুরক্ষিত হয়েছিল। বাকশাল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভিন্নমত দমনের পাশাপাশি মানুষের বাক্?স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরে ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও বাক্?স্বাধীনতা ফিরে আসে। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি তৌহিদুর রহমান আউয়াল। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী মহানগর বিএনপির সভাপতি মামুন-অর-রশীদ, কেন্দ্রীয় ড্যাবের উপদেষ্টা ডা. ওয়াসিম হোসেন, রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ডা. মোফাখখারুল ইসলাম এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডা. মনোয়ার তারিক সাবু। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি আমির মীমের সভাপতিত্বে সভাটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক রিমন আলী।

## কোয়াড বৈঠক দিয়ে এশিয়া সফর

হবে। সফরে তিনি বিক্ষোভের মুখে পড়তে পারেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। শেনজেনে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন (এপেক) ফোরামে যোগ দেওয়া এবং চীনা ও রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বহুল প্রত্যাশিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠক এ সফরের অংশ। মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির পরাজয়, গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এবং এআই চিপে চীনের প্রবেশাধিকারে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিষেধাজ্ঞার পর এ সফর হচ্ছে, যা দুই দেশের ভঙ্গুর বাণিজ্যযুদ্ধ-বিরতিকে জটিল করতে পারে। ম্যানিলায় ট্রাম্পের সফরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হতে পারে। এর আগে কয়েক দিন ধরে বিক্ষোভে প্রেসিডেন্টের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বন্ধ ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন প্যাক্স সিলিকা সরবরাহ শৃঙ্খল উদ্যোগ বাতিলের দাবি তোলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের কোয়াড বৈঠক ট্রাম্পের প্রথম এবং জোটটির সর্বশেষ বৈঠকের দুই বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ট্রাম্পের পূর্বসূরি জো বাইডেন জোটটিকে পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান উদ্যোগ মনে করতেন। বৈঠকটি এপেকের আগে হচ্ছে, যার আয়োজক চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। কোয়াডকে তিনি বেইজিংকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা বলে আগে আপত্তি জানিয়েছেন। কোয়াডের সদস্যরা বলেছেন, জোটটি কোনও একটি দেশের বিরুদ্ধে নয়।

## ফাঁদে পা নয়, রাজপথে

তৎপরতা জোরদার করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এতে মূল দলের পাশাপাশি যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলকে নিজ নিজ উদ্যোগে পৃথক কর্মসূচি প্রণয়ন করে মাঠে সক্রিয় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তারেক রহমান। তিনি মনে করেন, কেবল কথামালা বা পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধ না থেকে মাঠপর্যায়ের সক্রিয় কর্মসূচির মাধ্যমেই জনগণের আস্থা ধরে রাখতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনা ও সহিংসতার প্রেক্ষাপটে নেতাকর্মীদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তারেক রহমান। বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্বশীল নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো তৃতীয় পক্ষ যেন পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে সেজন্য সবাইকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। কোনো ধরনের উসকানিতে পা না দিয়ে রাজনৈতিক বিষয়গুলো রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর ছেড়ে দিয়ে নেতাকর্মীদের ধৈর্যশীল থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট নেতারা বলছেন, দলের ভেতরের সব ধরনের অভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ ভুলে নেতাকর্মীদের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেছেন, মতপার্থক্য থাকলেও বৃহত্তর স্বার্থে এবং গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। কেন্দ্র থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাদের সমন্বিতভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। বিভক্তি বা কোন্দল পরিহার করে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামলে যেকোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা সহজ হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। একই সঙ্গে দল ও সরকারের কার্যক্রমের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়াতে তৃণমূলের গুরুত্ব তুলে ধরেন তারেক রহমান। কেন্দ্র ও তৃণমূলের মধ্যে যেন কোনো ধরনের দূরত্ব তৈরি না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তিনি। নেতাকর্মীদের কেবল রাজধানী বা শহরকেন্দ্রিক রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনগণের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে এবং সরকারের উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমুখী বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তৃণমূলকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তারেক রহমান বরাবরের মতোই কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। দলের নাম বা পদ-পদবি ব্যবহার করে কেউ কোনো ধরনের অনৈতিক কর্মকা-, চাঁদাবাজি বা দখলদারত্বে জড়ালে তাকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন তিনি। শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ও কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে এবং জনগণের আস্থা ধরে রাখতে প্রতিটি নেতাকর্মীকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সুশৃঙ্খল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে গোপালগঞ্জের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন কয়েকজন নেতা। জবাবে তারেক রহমান জানান, বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দেখছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, বিশেষ কোনো বৈঠক নয়। বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষে বিএনপি প্রতিবছর যেসব কর্মসূচি পালন করে, এবারও সে ধরনের কর্মসূচি থাকবে। নতুন কর্মসূচির মধ্যে দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দেশে ফেরার দিন এবং বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটি ঘিরে বড় ধরনের আয়োজন থাকবে ঢাকাসহ দেশজুড়ে। ফলে ডিসেম্বরকে কেন্দ্র করে বিএনপির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়ানোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বৈঠক সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভারতে অবস্থানরত শেখ হাসিনার ডিসেম্বর মাসে দেশে ফেরার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা চলছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন তৎপরতার খবরের মধ্যেই ডিসেম্বরজুড়ে নিজেদের সাংগঠনিক কর্মসূচি জোরদারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি।

কারণ বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে আসার পর প্রথম বিজয়ের মাস ডিসেম্বর; তাই যথাযথ মর্যাদায় ডিসেম্বরজুড়ে বিএনপির পাশাপাশি ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল নিজ নিজ উদ্যোগে পৃথক কর্মসূচি পালন করবে। এর মাধ্যমে দল ও সহযোগী সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী এবং নেতাকর্মীদের সক্রিয় রাখতে চায় বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব। এতে বিএনপির পাশাপাশি দলটির পেশাজীবী সংগঠনগুলোকেও পৃথক কর্মসূচি নিয়ে সক্রিয় থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বৈঠকে থাকা বিএনপির একজন যুগ্ম মহাসচিব বলেন, বিজয়ের মাস ডিসেম্বরকে সামনে রেখে দলীয় নেতাকর্মীদের মাঠে সক্রিয় থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুধু বিএনপি নয়, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলকেও পৃথক পৃথক কর্মসূচি নিয়ে মাসজুড়ে মাঠে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের শীর্ষ এক নেতা বলেন, ব্যাপকভাবে মাঠে থাকার নির্দেশনা পেয়েছি। রাজপথে নিজস্ব ব্যানারে সক্রিয় থাকতে হবে। কর্মসূচিতে মাঠে নামতে হবে নিজস্ব উদ্যোগে। বৈঠকে বিএনপির রুহুল কবির রিজভী ছাড়াও দলের যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী, হাবিব-উন নবী খান সোহেল, খায়রুল কবির খোকন, সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স ও আবদুস সালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল এবং ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির শীর্ষ নেতারাও অংশ নেন।

## ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য এখন

করতে এলে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব শাহাদাৎ স্বাধীন এ তথ্য জানান। এ সময় হবিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য জি কে গউছ, প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে তাদের নিজ জেলা হবিগঞ্জ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। পরে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের হাতে চকলেট তুলে দেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই শুধু পড়ালেখা নয়, খেলাধুলা ও শিল্প-সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়েও নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ এবং মাঠ তৈরিতে সরকার কাজ করছে। বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি তৃতীয় একটি ভাষা শেখার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এতে ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বাড়তি সুবিধা পাবে। পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের বিষয়েও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার চায়, শিক্ষার্থীরা পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষ হয়ে উঠুক। এ সময় শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সচেতনতার পাশাপাশি পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলা, প্রাণীদের প্রতি সদয় আচরণ করা এবং বাড়ির আশপাশসহ খালি জায়গায় গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।

## সংসদে এমপিদের নিয়মিত উপস্থিত

ও শনিবার বাদে প্রতিদিন বিকাল ৪টা ২০ মিনিটে সংসদের বৈঠক বসার সময় নির্ধারণ করা হয়, পরে যা ৫ মিনিট কমিয়ে ৪টা ১৫ মিনিট নির্ধারণ করা হয়। এ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১৭৪টি এবং অন্য মন্ত্রীদের কাছে ৩ হাজার ৫৭৭টি প্রশ্ন জমা পড়েছে। এ ছাড়া তৃতীয় অধিবেশনের পর জারি হওয়া তিনটি অধ্যাদেশ চলতি অধিবেশনে উপস্থাপনের কথা রয়েছে।

## প্রথমবারের মতো জাতীয় গ্রিডে

পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডে যুক্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জাতীয় গ্রিডে সংযোগ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রাথমিক পরীক্ষামূলক সংযোগের আওতায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রায় ৮-১০ ঘণ্টা জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হবে। এ সময়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের টারবাইন, জেনারেটর এবং গ্রিডের সঙ্গে সমন্বিত পরিচালনব্যবস্থার কার্যকারিতা, স্থিতিশীলতা পর্যবেক্ষণসহ গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারিগরি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিদ্যুৎকেন্দ্রটিকে জাতীয় গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। এরপর প্রায় ২৮ ঘণ্টা বিরতির পর পুনরায় ৪-৬ ঘণ্টার জন্য গ্রিডে সংযুক্ত করে বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় কারিগরি ও পরিচালনসংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুটি ইউনিটের প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা এক হাজার ২০০ মেগাওয়াট। মোট দুই হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## মজুরি বোর্ডের স্থগিত সভা

অনুষ্ঠিত হবে। সভায় দুটি বিষয় আলোচ্যসূচিতে রাখা হয়েছে। এগুলো হলো- গার্মেন্টস শিল্পের মালিকপক্ষের প্রতিনিধি কর্তৃক মজুরি হারের লিখিত প্রস্তাব দাখিল এবং এ শিল্প খাতের সব শ্রেণির শ্রমিক ও কর্মচারীর নিম্নতম মজুরি নির্ধারণে সুপারিশ প্রণয়ন নিয়ে আলোচনা। বোর্ডের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সব সদস্যকে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভায় নিরপেক্ষ সদস্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, মালিকপক্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের যুগ্ম মহাসচিব আসিফ আইয়ুব এবং শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসাইন ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের (বিজিআইডব্লিউএফ) সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতারের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

## বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে চীন-

বেড়েছে ৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ। এর ফলে ইউরোপের পোশাক আমদানির বাজারে চীনের অংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ দশমিক ২৯ শতাংশে। গত বছরের একই সময়ে এই অংশ ছিল ৩২ দশমিক ০২ শতাংশ। শুধু রপ্তানির মূল্য নয়, পণ্যের পরিমাণও বাড়িয়েছে দেশটি। এ সময়ে চীন থেকে পোশাকের চালান বেড়েছে ৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ। অন্যদিকে ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ। দেশটি চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে ইউরোপে ৩ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ইউরোর পোশাক রপ্তানি করেছে। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ইউরো। এর মধ্য দিয়ে ভারতকে পেছনে ফেলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চতুর্থ বৃহত্তম পোশাক সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়েছে ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামের রপ্তানির আরেকটি দিক হলো, পণ্যের পরিমাণ কমলেও রপ্তানির মূল্য বেড়েছে। দেশটির পোশাক সরবরাহের পরিমাণ কমেছে ৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ। অথচ রপ্তানির মূল্য বেড়েছে। এতে দেশটির উচ্চমূল্যের পোশাকের দিকে ঝোঁকার বিষয়টি উঠে এসেছে।

**কমছে বাংলাদেশের পোশাকের গড় দাম :** ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্যডুই ক্ষেত্রেই পতন দেখা গেছে। প্রথম নয় মাসে বাংলাদেশ ইউরোপে ৯৮ কোটি ৪ লাখ ৬০ হাজার কেজি পোশাক পাঠিয়েছে। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১০৪ কোটি কেজি। অর্থাৎ পরিমাণের হিসাবে রপ্তানি কমেছে ৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ। একই সময়ে বাংলাদেশের পোশাকের গড় একক মূল্য কমেছে ৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ। গত বছর প্রতি কেজি পোশাকের গড় মূল্য ছিল ১৪ দশমিক ৬৫ ইউরো। চলতি বছর তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৭০ ইউরোতে। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে আমদানি করা পোশাকের গড় মূল্য ছিল প্রতি কেজি ১৯ দশমিক ৫৯ ইউরো। অর্থাৎ বাংলাদেশের পোশাকের গড় মূল্য ইউরোপের সামগ্রিক আমদানি মূল্যের চেয়ে অনেক কম। প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে শুধু পাকিস্তানের পোশাকের গড় মূল্য বাংলাদেশের চেয়ে কম ছিল। দেশটির প্রতি কেজি পোশাকের গড় মূল্য ১০ দশমিক ৯০ ইউরো। তবে ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। ভিয়েতনামের পোশাকের গড় মূল্য বেড়ে হয়েছে প্রতি কেজি ২৮ দশমিক ৫৮ ইউরো, যা আগের বছরের তুলনায় ৮ দশমিক ১৮ শতাংশ বেশি। কম্বোডিয়ার গড় মূল্য ৮ দশমিক ৪২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৮ দশমিক ৩৮ ইউরো। চীনের ক্ষেত্রে গড় মূল্য ১ দশমিক ৮০ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৯ দশমিক ৬৯ ইউরোতে।

**প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার কারণ :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প মালিক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, দেশের পোশাক রপ্তানি বাড়ছে বলে দাবি করা হলেও ইউরোপের বাজারে চীন ও ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে। তাঁর মতে, ভিয়েতনামের পোশাকশিল্পে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার বেশি। এ ধরনের তন্তু দিয়ে তুলনামূলক বেশি মূল্য সংযোজন করা যায়। ফলে দেশটি উচ্চমূল্যের পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে সুবিধা পাচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের তুলনায় ভিয়েতনামের পণ্য গন্তব্যে আগে পৌঁছায়। এতে ক্রেতাদের কাছ থেকে ক্রয়াদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রেও দেশটির উৎপাদকেরা সুবিধা পাচ্ছেন। রপ্তানিকারকেরা বলছেন, প্রতিযোগী দেশগুলোর আগ্রাসী মূল্যনীতি বাংলাদেশের রপ্তানিতে চাপ তৈরি করছে। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে হলে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর মতো নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন। পাশাপাশি নতুন বাজার খোঁজা, পণ্যে বৈচিত্র্য আনা, উদ্ভাবন এবং গবেষণায় জোর দিতে হবে।

**বাজার ধরে রাখতে প্রয়োজন পণ্যে বৈচিত্র্য :** ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো উল্লেখযোগ্য। চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে দেশটির পোশাক আমদানির বাজারে বাংলাদেশের অংশ ছিল প্রায় ১৯ দশমিক ০৬ শতাংশ। তবে চীনের বাজার হিস্যা ৩৪ দশমিক ২৯ শতাংশে পৌঁছেছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে। এদিকে ২০২৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছিল। ওই বছর রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৯ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ইউরো। ২০২৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৮ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ইউরো। অর্থাৎ গত বছর রপ্তানি বেড়েছিল ৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ। কিন্তু চলতি বছরের প্রথম নয় মাসের চিত্র ভিন্ন। রপ্তানির মূল্য ও পরিমাণ কমার পাশাপাশি পোশাকের গড় দামও কমেছে। অন্যদিকে ভিয়েতনাম উচ্চমূল্যের পণ্যে এগিয়েছে এবং চীন বাজার হিস্যা বাড়িয়েছে।

## হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন

মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয়। রবিবার বিকেল পাঁচটার দিকে তার এনজিওপ্লাস্টি সম্পন্ন করেন চিকিৎসকেরা। হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বি গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, এনজিওপ্লাস্টির পর মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা ভালো রয়েছে। তাকে হাসপাতালের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল।

## ৯০০ কোটি টাকা ছাড়ালো

শুরুতে সূচকের ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মেলে। লেনদেনের শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকে। এমনকি লেনদেনের শেষদিকে দাম বাড়ার প্রবণতা আরও বাড়ে। ফলে দাম বাড়ার তালিকা বড় হওয়ার পাশাপাশি সবকয়টি মূল্যসূচক বেড়েই দিনের লেনদেন শেষ হয়। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে সব খাত মিলিয়ে ২৪৬টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে। বিপরীতে ৭৫টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে। এছাড়া ৪৬টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এদিকে ভালো কোম্পানি বা ১০ শতাংশ অথবা তার বেশি লভ্যাংশ দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৩১টির শেয়ারের দাম বেড়েছে। বিপরীতে ৩৭টির দাম কমেছে এবং ১৭টি দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঝারি মানের বা ১০ শতাংশের কম লভ্যাংশ দেওয়া ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে। বিপরীতে ১১টির দাম কমেছে এবং ২টি দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ না দেওয়ার কারণে 'জেড' গ্রুপে স্থান হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৬৮টির শেয়ারের দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ২৭টির এবং ২৭টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এছাড়া ৬টি মিউচুয়াল ফান্ডের দাম বাড়ার বিপরীতে ১৪টির দাম কমেছে এবং ১১টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দাম বাড়ার তালিকা বড় হওয়ায় ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ২৮ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৪৯১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৬ পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার ৭৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এছাড়া বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৮ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ৮৩ পয়েন্টে উঠে এসেছে। সবকয়টি মূল্যসূচক বাড়ার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে। বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৯৩৯ কোটি ৭ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৭৯৮ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। এ হিসাবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন বেড়েছে ১৪০ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। এর মাধ্যমে ১৮ আগস্টের পর ডিএসইতে সব থেকে বেশি লেনদেন হলো।

## মিরপুরে ফের পোশাক শ্রমিকদের

দিকে এগোতে থাকেন। সেখানে গিয়ে সড়কে ব্

## তিন জেলায় ১৮ প্লাটুন আনসার

মোতায়েন করা সদস্যদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ে নিরাপত্তা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। দায়িত্ব পালনে শৃঙ্খলা ও পেশাদারত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সদস্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।

## সহিংসতা বন্ধ ও সমন্বিত সুরক্ষায়

সাসটেইনেবল ইমপ্যাক্ট' শীর্ষক অধিবেশনে মূল বক্তব্য উপস্থাপনকালে মন্ত্রী বলেন, শিশুদের প্রতি সহিংসতা কেবল শিশু অধিকারের লঙ্ঘন নয়, এটি মানবসম্পদ, সামাজিক ঐক্য এবং টেকসই উন্নয়নেরও অন্তরায়। শিশুদের সহিংসতা, নির্যাতন, অবহেলা, শোষণ ও ক্ষতিকর প্রথা থেকে সুরক্ষা দেওয়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অন্যতম জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার। মন্ত্রী বলেন, বিচ্ছিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ জন্য আইন, প্রতিষ্ঠান, দক্ষ জনবল, পরিবার, সমাজ ও সরকারি অর্থায়নের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন। একটি শক্তিশালী শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ তিনটি কৌশলগত অগ্রাধিকার নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে নেতৃত্ব ও জবাবদিহিতা জোরদার করা। এ লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পৃথক শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের শিশু সুরক্ষা শাখাকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের শিশু কল্যাণ বোর্ডগুলো সক্রিয় করে সমন্বয় ও জবাবদিহিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হচ্ছে সহিংসতা প্রতিরোধ ও সমন্বিত সেবায় বিনিয়োগ বাড়ানো। শিশুরা যেখানে বেড়ে ওঠে, শেখে ও বসবাস করে, সেখান থেকেই সহিংসতা প্রতিরোধের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ জন্য ইতিবাচক অভিভাবকত্ব বা পজিটিভ প্যারেন্টিংয়ের প্রসার, কমিউনিটিভিত্তিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার, নিরাপদ বিদ্যালয় নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসেবায় শিশু সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিশুবান্ধব বিচারব্যবস্থা শক্তিশালী করার কথা জানান মন্ত্রী। তৃতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে টেকসই ফলাফল নিশ্চিত করতে সমাজসেবা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কেস ম্যানেজমেন্ট ও রেফারেল ব্যবস্থার উন্নয়ন, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবহারে বিনিয়োগ এবং সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের মানসিক বিকাশের বিষয়টিও সরকারের অগ্রাধিকারে রয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এ লক্ষ্যে নতুন কুঁড়ি ও নতুন কুঁড়ি (স্পোর্টস)সহ খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চার প্রসারে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকারি নেতৃত্বের পাশাপাশি কমিউনিটি, সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি খাত একযোগে কাজ করলে শিশুদের সুরক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। প্রতিটি শিশু যেন নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সহায়ক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে, তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর। বিশ্বের ১০০টির বেশি দেশ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ম্যানিলায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে বিভিন্ন দেশের আইনপ্রণেতা ও প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা, মানবাধিকারকর্মী এবং দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

## রাষ্ট্রপতির কাছে সুপ্রিম কোর্টের

ইসলাম, কমিটির সদস্য আপিল বিভাগের বিচারপতি রেজাউল হক, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কে. এম. হাফিজুল আলম, বিচারপতি বজলুর রহমান, বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি বশির উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ও বিচার বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সচিব ও প্রেস সচিব এবং হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ নুরুল আমিন বিপ্লব উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতির প্রেস উইং থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

## ২৫ বছরে ৪ কোটি মৃত্যুর

জানানো পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হওয়া ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের প্রতি ছয়টির একটিতে চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা পাওয়া গেছে। ডব্লিউএইচওর এএমআরবিষয়ক নজরদারি বিভাগের প্রধান সিলভিয়া বেরতানিওলো বলেন, 'পরীক্ষা না করা হলে চিকিৎসকদের সংক্রমণের কারণ কিংবা কোন অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর হবে, তা না জেনেই চিকিৎসা দিতে হয়। দেশগুলোর রোগনির্ণয়ের সক্ষমতা জোরদারে সহায়তার জন্য দুটি নতুন নির্দেশিকা প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছে ডব্লিউএইচও। প্রথম নির্দেশিকায় স্বাস্থ্যসেবার প্রতিটি স্তরে কী ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে শুরু করে বিশেষায়িত হাসপাতালে রোগী পাঠানোর জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় নির্দেশিকায় নমুনা সংগ্রহ থেকে শুরু করে রোগজীবাণু শনাক্তকরণ এবং অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা যাচাই পর্যন্ত ৭৩টি পরীক্ষাগার পদ্ধতি সংকলন করা হয়েছে। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, সংক্রমণ প্রতিরোধ, টিকাদান, পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের যথাযথ ব্যবহার- এসবই এ সমস্যা মোকাবিলার প্রধান উপায়।

## ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু

জন, ময়মনসিংহে ৫৭ জন, চট্টগ্রামে ২৯৭ জন, খুলনায় ২৬৭ জন, রাজশাহীতে ১২৩ জন, রংপুরে ৩৮ জন, বরিশালে ৩০৮ জন এবং সিলেটে ৩ জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মোট ১৬৫,৬৪৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে মারা গেছেন ৫০৭ জন।

## নাশকতার মধ্যেও সরকারের ওপর

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং গোপালগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিনিয়োগের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে মাহদী আমিন বলেন, ফ্যাসিবাদী অপশক্তির নাশকতা ও সহিংসতা পেরিয়েও গণতান্ত্রিক সরকারের ওপর বিশ্ববাসী ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা দেখতে পাচ্ছি। এটি তারই বহিঃপ্রকাশ। আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, গত কয়েক দিনে দেশে ও বিদেশে তাদের সহিংসতা ও নাশকতার চেষ্টা দেখা গেছে। কেন তাদের নেত্রী, তার পরিবার-পরিজন, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য এবং তাদের নিয়োগ দেওয়া ব্যক্তিদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, এসব কর্মকাণ্ডই তার প্রমাণ দেয়। সে অবস্থার আজও কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশের প্রতিটি গণতন্ত্রকামী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাবে মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং বাকস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে বাংলাদেশের এই ঐক্যই আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র বলেন, অনেক জায়গায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। তবে সরকার সর্বোচ্চ সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও আন্তরিকতার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করছে।

## ১১ দলীয় ঐক্যে জোটে

নয়। দলের নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি ও তৃণমূলের প্রত্যাশা পূরণের পাশাপাশি শরিকদের আস্থা ধরে রাখাও এখন গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন উঠেছে, স্থানীয় নির্বাচনে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের স্বার্থে জামায়াত কি এককভাবে এগোবে, নাকি জোটের ঐক্য রক্ষায় প্রার্থী নিয়ে ছাড় দেবে? স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আগেই ১১ দলীয় ঐক্যে তৈরি হওয়া এই টানাপোড়েন শেষ পর্যন্ত কোন দিকে গড়ায়, তা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা শুরু হয়েছে।

**স্থানীয় নির্বাচন ঘিরে জোটে ফাটল, জামায়াতকে মামুনুল হকের কড়া বার্তা :** স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ১১ দলীয় জোটের শরিকদের মধ্যে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে আসে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে। জোটের শরিকদের একটি অংশ স্থানীয় নির্বাচনে সমঝোতার মাধ্যমে প্রার্থী দিতে চাইলেও জামায়াত নিজেদের সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি এগিয়ে নিচ্ছে। এতে বিশেষ করে রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশন নিয়ে জোটের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। গত ৭ নভেম্বর রাজধানীর পুরানা পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক এ বিষয়ে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জোটের দলগুলো আলাদা আলাদা প্রার্থী দিলে চলমান আন্দোলনের ঐক্য দুর্বল হতে পারে এবং মাঠপর্যায়ে বিভেদ তৈরি হতে পারে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে বড় দল হিসেবে এর দায় জামায়াতকেই নিতে হবে। মামুনুল হক বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নের দাবিতে পরবর্তী আন্দোলনেও ১১ দলীয় ঐক্যের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও এই ঐক্যের ভিত্তিতে সমঝোতা প্রয়োজন। বড় দল হিসেবে জামায়াতকে এ ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে তার বক্তব্যের পাশাপাশি নিজ দলের নির্বাচনী প্রস্তুতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। একই সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে মেয়র পদে মুর্শিদুল আলম সিদ্দিক এবং দক্ষিণে মাওলানা মাহবুবুল হকের নাম ঘোষণা করেন তিনি। সারা দেশে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন পদে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ চলার কথাও জানান। স্থানীয় নির্বাচনে এককভাবে প্রার্থী দিয়ে সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে চায় জামায়াত। কিন্তু এতে খেলাফত মজলিসের মতো ইসলামপন্থি শরিকদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে এনসিপি স্থানীয় নির্বাচনে এককভাবে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ফলে জোটের ঐক্য রক্ষা ও নিজস্ব রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজতে হচ্ছে দলটিকে। অর্থাৎ, একদিকে জোটের মধ্যে সমঝোতার দাবি জানাচ্ছেন মামুনুল হক, অন্যদিকে নিজ দলকেও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত করছেন। তার বক্তব্যে অবশ্য সমঝোতার দরজা বন্ধ করা হয়নি। সমমনা দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী দেওয়ার পরিবেশ তৈরি হলে আলোচনায় বসার আগ্রহের কথাও জানিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে মামুনুল হকের বক্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য হলো, জোটের ঐক্য ধরে রাখার দায়িত্ব শুধু ছোট শরিকদের নয়, প্রধান দল হিসেবে জামায়াতকেও নিতে হবে। একই সঙ্গে নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণার মাধ্যমে তিনি এটিও বুঝিয়ে দিয়েছেন, সমঝোতা না হলে তার দল নির্বাচনী মাঠ ছেড়ে দেবে না। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ বলেন, ১১ দলীয় ঐক্য মূলত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি নির্বাচনী সমঝোতা। তবে নির্বাচন শেষ হওয়ার পরও এই ঐক্যের রাজনৈতিক ও আন্দোলনগত প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয়ে যায়নি। বরং গণভোটের রায় বাস্তবায়ন এবং জুলাই সনদ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কারের দাবিতে ১১ দল এখনো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা মনে করি, এই আন্দোলনের ঐক্যকে সংহত ও শক্তিশালী রাখার স্বার্থেই স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও শরিক দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সমঝোতা থাকা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে আমরা সমন্বিত প্রার্থী দেওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর প্রধান ভূমিকা পালন করা উচিত। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে আলোচনা ও সমঝোতার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। আমরা আশা করি, বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য ও চলমান আন্দোলনের স্বার্থে সব শরিক দল দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। অন্যথায় পৃথক প্রার্থিতার কারণে চলমান আন্দোলনের ঐক্যে দুর্বলতা ও বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব বলেন, এখানে দুটি বিষয়কে আলাদাভাবে দেখতে হবে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি হিসেবে সারা দেশে দলীয় প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে প্রার্থী ঘোষণা সেই সাংগঠনিক প্রস্তুতিরই অংশ। তবে প্রার্থী ঘোষণা মানেই নির্বাচনী সমঝোতার সব পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়। আমরা স্পষ্টভাবেই বলেছি, অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা ও সমঝোতার দ্বার আমাদের উন্মুক্ত রয়েছে। সমঝোতার ভিত্তিতে সমন্বিত প্রার্থী দেওয়ার সুযোগ থাকলে আমরা তা বিবেচনা করতে প্রস্তুত। আমাদের প্রত্যাশা, বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য ও চলমান আন্দোলনের স্বার্থে সব শরিক দল দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ বলেন, মনে রাখতে হবে, ১১ দলীয় ঐক্য কেবল নির্বাচনী স্বার্থের বিষয় নয়; গণভোটের রায় বাস্তবায়ন ও জুলাই সনদ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কারের প্রশ্নেও এই ঐক্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। তাই আমরা চাই, পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন বৃহত্তর ঐক্যের জন্য কোনো সংকট তৈরি না করে।

## শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ

তোমাদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতে চিকিৎসক, বিসিএস কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, আইনজীবী ও সংসদ সদস্য তৈরি হবে। তাই নিয়মিত মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করার পাশাপাশি অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিতে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। তোমাদেরই আগামীর মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় সংসদ ভবনের গুরুত্ব তুলে ধরে ডেপুটি স্পিকার বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম নান্দনিক ও আধুনিক স্থাপনা। বিশ্বখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুইস আই কান ভবনটির নকশা প্রণয়ন করেন। জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগারে শত বছরের পুরোনো বই, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল সংরক্ষিত রয়েছে। দেশ-বিদেশের গবেষকেরা তাঁদের গবেষণার প্রয়োজনে এসব দলিল ও তথ্য ব্যবহার করতে এখানে আসেন। এ সময় ডেপুটি স্পিকার শিক্ষকদের উদ্দেশে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংসদে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের আহ্বান জানান। প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নিজ হাতে পুরস্কার দেওয়ার আগ্রহও প্রকাশ করেন তিনি। তিনি বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। এ জন্য উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ভূমিকা পালন করতে হবে। সাক্ষাৎ শেষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ডেপুটি স্পিকারের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন। সংসদ ভবন পরিদর্শনের সুযোগ করে দেওয়ায় তাঁরা ডেপুটি স্পিকার ও হুইপ আলহাজ্ব জি. কে. গউছের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

## চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিক বিক্ষোভ

পাওনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর দাবিতে তারা কর্মবিরতি পালন করছেন। তাদের দাবি, বন্দরের টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চললেও শ্রমিকদের আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়ে কার্যকর অগ্রগতি নেই। এদিকে এনসিটি পরিচালনার দায়িত্ব দুবাইভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে হস্তান্তরের জন্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির কাছে টার্মিনালটি হস্তান্তরের কথা রয়েছে। অন্যদিকে সিসিটি পরিচালনার দায়িত্ব সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালকে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে এগোচ্ছে সরকার। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সিসিটি পরিচালনায় সাইফ পাওয়ারটেকের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। এরপর টার্মিনালটির অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালনার ব্যবস্থা নিয়ে প্রক্রিয়া চলছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম বলেন, সকালে শ্রমিকেরা আন্দোলন করেছেন। কয়েক ঘণ্টা কর্মসূচি পালনের পর তারা কাজে ফিরে গেছেন। বর্তমানে বন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে।

## পদত্যাগ করেছেন বিএনপির এমপি

বলেন, 'মাননীয় সদস্যবৃন্দ, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচনী এলাকায় ১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩ আসন থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য ড. মোহাম্মদ ওসমান ফারুক ১৪ নভেম্বর হতে কার্যকরভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে স্পিকার বরাবর স্বীয় স্বাক্ষর যুক্ত পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেছেন। পদত্যাগপত্রটি আমি ১৫ নভেম্বর পেয়েছি। পদত্যাগপত্রটি বিধিসম্মত হওয়ায় আমি তা গ্রহণ করেছি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী, স্পিকার পদত্যাগপত্র প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে সংশ্লিষ্ট সদস্যের আসন শূন্য হবে উল্লেখ করে স্পিকার আরও বলেন, 'সেই অনুযায়ী, ১৫ নভেম্বর পূর্বাহ্ণ থেকে কিশোরগঞ্জ-৩ আসনটি শূন্য হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদের (২) দফা এবং জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির ১৭৮ বিধির (৩) উপবিধি অনুযায়ী আসনটি শূন্য হওয়ার বিষয়টি মহান সংসদকে অবহিত করা হলো। উল্লেখ্য, ওসমান ফারুক চারদলীয় ঐক্যজোট সরকারের আমলে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। সংসদ সচিবালয় সূত্র বলছে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছে। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, চিকিৎসার জন্য দীর্ঘদিন তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। সেখান থেকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও তিনি ভোট দেননি। সেসময়ও তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। বিষয়টি জানিয়ে তিনি সংসদ সচিবালয়ে তখন চিঠি দিয়েছিলেন।

## ১ হাজার বৈদ্যুতিক বাস আমদানির

(আইসিডব্লিউএস ও প্রশিক্ষণ) প্রকৌশলী ফাতিমা বেগম বলেন, এসব বাস পরিচালনার জন্য হালকা যানবাহন চালানোর লাইসেন্সধারী নারী চালকদের ভারী যানবাহন চালানোর উপযোগী করে গড়ে তুলতে বিআরটিসির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শিগগিরই শুরু হবে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত নারী চালকদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১ থেকে ৪ মাস মেয়াদি ভারি যানবাহন চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ফাতিমা বেগম বলেন, 'নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চায় সরকার। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরটিসি ইতোমধ্যেই নারীদের জন্য নারী চালক পরিচালিত পিংক বাস সার্ভিস চালু করেছে। আরও উন্নত সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমরা নারীদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইভি পিংক বাস সার্ভিস চালু করতে যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, পিংক বাস সার্ভিস চালুর পর ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এই সেবা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে না; বরং মহানগরীসহ সারাদেশে নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করাই এর মূল লক্ষ্য। ফাতিমা বেগম বলেন, এখন রক্ষণশীল পরিবারের সদস্যরাও তাদের পরিবারের নারীদের চালনা প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করছেন, যাতে তারা দক্ষ চালক হিসেবে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পান। সরকারের লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি অর্ধেকে নামিয়ে আনা। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে বিআরটিসি বিশেষ করে তরুণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ চালক হিসেবে গড়ে তুলছে। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দেশে ও বিদেশে মর্যাদাপূর্ণ পদে সম্মানজনক বেতনে চাকরির সুযোগ পাবেন বলে ফাতিমা বেগম জানান। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ রোড সেফটি প্রকল্প এবং এডিবির অর্থায়নে স্কিলস ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম (সিসিপ) নামের দুটি পৃথক প্রকল্পের আওতায় বিআরটিসি নতুন চালকদের বিনামূল্যে হালকা যানবাহন চালানোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এ দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৬৮ হাজার মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ দুটি প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী হালকা যানবাহন চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। ফাতিমা বেগম আরও উল্লেখ করেন, বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, নারী চালকরা পুরুষ চালকদের তুলনায় বেশি সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মতো পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা প্রধান সমাজে নারী চালক ও সহকারী দ্বারা পরিচালিত গণপরিবহনে নারী যাত্রীরা বেশি নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই সরকার পিংক বাস সার্ভিস চালু করেছে এবং ভবিষ্যতে এ সেবা আরও সম্প্রসারণ করা হবে। নারী চালকদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্পর্কে বিআরটিসির গাজীপুর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাশিউজ্জামান বলেন, প্রশিক্ষণ শেষে যারা সফলভাবে রোড পারফরম্যান্স টেস্টে উত্তীর্ণ হবেন, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং করপোরেশনের বিদ্যমান প্রশাসনিক ও আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে চালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। ভবিষ্যতে বিআরটিসিতে স্থায়ী চালকের পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও এসব প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের আনুষ্ঠানিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে।

## ব্যবসা সহজীকরণ ও রপ্তানি

পোর্টালের মাধ্যমে তা ১৪ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। রপ্তানি বহুমুখীকরণকে অর্থনীতির অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, তৈরি পোশাকের পাশাপাশি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, নন-লেদার ফুটওয়্যার, জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাভার চামড়াশিল্প নগরীতে আন্তর্জাতিক পরিবেশগত মান ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে নতুন কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ অর্জনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দেশের স্বর্ণশিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় এনে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির উপযোগী শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বাড়াতে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (ইপিএ) এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নিয়ে আলোচনা এগিয়ে চলছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট আরসিইপিতে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গেছে। এ ছাড়া উন্

# সম্পাদকীয়

## সাইবার স্পেসে নারীদের নিরাপত্তা বাড়াতে হবে

অনলাইনে নারীর প্রতি সহিংসতার বিস্তার ঘটলেও তা প্রতিকারের ব্যবস্থা হতাশাজনক। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও ডিজিটালি রাইটের যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে, অনলাইন সহিংসতার প্রতিকার না পেয়ে অনেকে সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ পড়াশোনা, চাকরি ও বাসস্থানও বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। গবেষণায় আরও উঠে এসেছে, আর্থিক প্রতারণা, যৌন হয়রানি, ভুয়া ছবি ও ভিডিও তৈরির মাধ্যমে নারীকে হয়রানি করা হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের কারণে নারীর ভুয়া ছবি ও ভিডিও বানানো আরও সহজ হয়েছে, যে কারণে হয়রানি বেড়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনটিতে দেখা যায়, তরুণী, শিক্ষার্থী ও উচ্চশিক্ষিত নারীরাই এই ডিজিটাল সহিংসতার প্রধান শিকার। বিশ্ববিদ্যালয় পাস নারীদের ৭৭ শতাংশ এবং ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণীদের ৪৯ শতাংশই কোনো না কোনোভাবে সাইবার আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছেন। আর এই অপরাধ ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ফেসবুক ও মেসেঞ্জার। আরও করুণ বাস্তবতা হলো ভুক্তভোগী নারীদের প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ প্রায় শূন্যের কোঠায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর দায়িত্বহীনতা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি অপরাধীদের আরও বেপরোয়া করে তুলছে। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, সহিংসতায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে অভিযোগ জানিয়েও ৫৬ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। আন্তর্জাতিক এসব টেক জায়ান্টের দেশে কোনো স্থানীয় প্রতিনিধি বা আইনি জবাবদিহি না থাকায় তারা এ দেশের নারীদের নিরাপত্তাকে ক্রমাগত অবহেলা করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও আইনি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা নারীদের ওপর বিচার পাওয়ার আশাকে আরও ফিকে করে দিচ্ছে। সাইবার অপরাধের শিকার হয়ে মাত্র ৫ শতাংশ নারী পুলিশের দ্বারস্থ হতে পারছেন। অনলাইনে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে শুধু আইন বা প্রতিরোধমূলক টুল যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন পারিবারিক সচেতনতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তোলা। আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে ভার্চুয়াল জগতের একটি কমেন্ট বা মেসেজও বাস্তব জীবনে গভীর ক্ষত তৈরি করতে পারে। নারী যাতে ভুক্তভোগী হিসাবে প্রতিকারের সন্ধানে সহজে প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে পারে সেই জন্য অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থাসমূহও নারীবান্ধব হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিশেষত নারী অধিকার বিষয়ে সচেতন করার কোনো বিকল্প নেই।

> বিশ্ববিদ্যালয় পাস নারীদের ৭৭ শতাংশ এবং ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণীদের ৪৯ শতাংশই কোনো না কোনোভাবে সাইবার আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছেন। আর এই অপরাধ ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ফেসবুক ও মেসেঞ্জার।

# রাজস্ব খাতের স্থবিরতা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় করণীয়দ্ধ

রাজস্ব আহরণ একটি দেশের অর্থনীতি পরিচালনা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রধান চালিকাশক্তি। সরকারি ব্যয় নির্বাহ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক খাতে অর্থের জোগান দিতে অভ্যন্তরীণ এ উৎসের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু সেখানেই আমাদের বড় ঘাটতি স্পষ্ট। আমরা জানি, সংকটটা কোথায়। বস্তুত রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া এবং রাজস্বের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের জোরালো সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। শুধু কাগজের সংস্কার নয়, রাজস্ব দরকার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য। আবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যদি জোরালো হয়, রাজস্ব বেশি আসবে। এখানে দুটি বিবেচনা একই সঙ্গে নজরে রাখা জরুরি। একটি হচ্ছে রাজস্ব আহরণ বেগবান করা; আরেকটি সাশ্রয়ী ব্যয়। দ্বিতীয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যয় দক্ষতা না বাড়লে রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয়ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ এই যে এত এত বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথা বলা হচ্ছে উপজেলা হাসপাতালে। এটি অবকাঠামো ব্যয়। কিন্তু আমরা দেখছি সেবার নিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে না। এটি সাশ্রয়ী ব্যয় ধারণার পরিপন্থি হতে পারে ন্যায্যতা ও প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে যাচাই করা না হলে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরালো করা দরকার। সরকার ঋণ নিচ্ছে। ঋণ নেওয়া সমস্যা না। কিন্তু ঋণ এমনভাবে নিতে হবে, যেন ওই ঋণ নেওয়ার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি হয়, যাতে ঋণ ফেরত দেওয়ার আরও বাড়তি জোগানগুলো আসে। আসলে আমাদের রাজস্ব খাত এক ধরনের লো রেভিনিউ ইকুইলিব্রিয়ামের মধ্যে আটকে গেছে। একদিকে পুরো রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটা হয়রানির বাস্তবতা আছে। উল্টোদিকে ছাড় দেওয়ার বিষয়ও দেখা যাচ্ছে। মুষ্টিমেয় মানুষ ছাড় পাচ্ছে, বাকি সবাই হয়রানির শিকার হচ্ছে। এর মধ্যে কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধির পুরো বিষয় আটকে গেছে। বিনিয়োগে স্থবিরতা আরেকটি করুণ বাস্তবতা। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে আলোচনা হচ্ছিল, রাজনৈতিক সরকার এলে এ সংকট কেটে যাবে। বিনিয়োগকারীরা কিন্তু তখনও বলছিলেন, তারা একটা আস্থার পরিবেশ চান। আসলে আমাদের মূল সংকট কি অর্থের ঘাটতি, নাকি আস্থার? আসলে মূল ঘাটতি হচ্ছে আস্থার। এখানে আমি একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই, দেশীয় বিনিয়োগকারীদের যদি আস্থায় না আনতে পারি; বিদেশিরা আসবে না। এই আস্থা কীভাবে তৈরি হবে? নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা ও পারফরম্যান্সকে কতটুকু কার্যকরভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? কথা ও কাজের ফাঁক দৃশ্যমানভাবে কতটুকু কমানো যাচ্ছে? চাঁদাবাজি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটুকু নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে? এগুলোই নির্ধারণ করবে আস্থা ফিরছে কিনা। রাজনৈতিক সংবাদ বুলেটিন

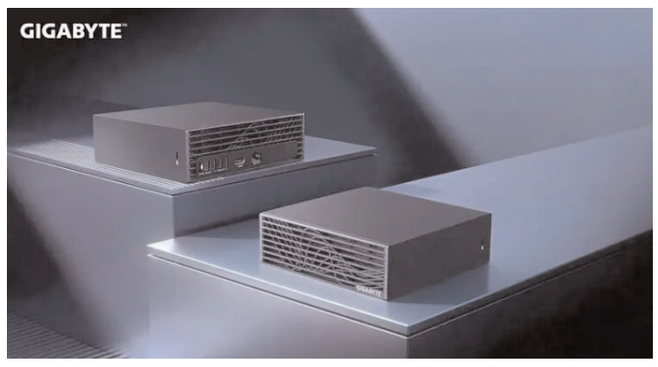
জ্বালানি খাতে আমাদের একটা ইনহেরিটেড সমস্যা আছে। আওয়ামী লীগ সরকার শর্ট টার্ম সমাধান হিসেবে কুইক রেন্টালকে গ্রহণ করলেও সেটাকে স্থায়ী করে ফেলেছিল। তারপর এলএনজি-নির্ভর করে ফেলেছে দেশকে। জ্বালানি সংকট বর্তমান সরকারের নিজেদের তৈরি নয়। জ্বালানি খাতে কী করতে হবে, তা অনেক যোগ্য পরামর্শক বলে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে শুধু কাগুজে পরিকল্পনা দিয়ে হবে না। টেকসই সমাধানের কোনো বিকল্প এখানে নেই। আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ঋণ নেওয়া বিষয়ে সমস্যা নেই, যদি এর সদ্ব্যবহার করা যায়। তারা ঋণ নিতে যেসব শর্ত দেয়, সেগুলো যদি আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে ভালো। যেমন আমাদের এই যে রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়ায় আরও আধুনিক আইন করা দরকার। এই শর্তটা আইএমএফের না। এটা তো জনগণের দাবি। আমাদের ব্যয়টা সাশ্রয়ী হওয়া দরকার। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার পরিচয় দিতে হবে। এখানে কাগজে কথাবার্তা বলা এবং এক ধরনের আবেগি উচ্চমাত্রার কিছু লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করলেই সমস্যার সমাধান নেই। ঘুরেফিরে পারফরম্যান্সের বিশ্বাসযোগ্য এভিডেন্স তৈরি করে দেখাতে হবে। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনে আসি। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের বিষয়টা হচ্ছে এই যে তিন বছর সময়; এটা সংগত কারণেই চাওয়া হয়েছে। কিন্তু মূল বিষয়, এই সময়ের পর কিন্তু আর আমাদের প্রতি কোনো সহানুভূতি থাকবে না। আমাদের একটা প্রবণতা আছে; ঘাড়ের ওপর চাপ থাকলে ওটা সরানো গেলেই কেন চাপটা ছিল, ওটা ভুলে যাই। এই যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের সময়টায় সরকারের অনেক কিছু করণীয় আছে। প্রাইভেট সেক্টরেও অনেক কিছু করণীয়। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজস্ব ভূমিকা না নেয় এবং তিন বছর চলে যায়, তাহলে আমাদের বিপদটা আরও বেশি হবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিসংখ্যান। সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যান। কারণ অগ্রগতির বিষয়গুলো দেখাতে হবে। মানুষের মধ্যে বিবিএসের পরিসংখ্যান নিয়ে সংশয় আছে। করোনার সময় দেখা গেল, দারিদ্র্য কমে গেছে। আমরা পরে ইনডিপেন্ডেন্টলি দেখলাম যে আসলে বেড়েছে। এমনকি বিশ্বব্যাংকও বলেছে, পরিসংখ্যানটা ঠিক করা দরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় একটা টাস্কফোর্স গঠন করে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাকে প্রধান করে একটি দায়িত্ব দেয়। আমরা আটজন কাজ করে একটা জোরালো প্রতিবেদন দিই। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সেটি নিয়ে আর কিছুই হয়নি। তিন বছরে এই পরিসংখ্যানের বিষয় যদি ঠিক না করে, তাহলে কিন্তু তিন বছরের মাথায় আবারও আমরা বিপদে পড়ব। এই যে সরকারের আট মাস চলে গেল, আমি সুনির্দিষ্টভাবে জোরালো কোনো পদক্ষেপ এখনও দেখিনি, যেটা আমাকে কনভিন্স করবে যে পরিসংখ্যানের ব্যাপারে তারা সিরিয়াস। অর্থনীতির জন্য বেকারত্বও বড় সমস্যা এ সময়ে। এমএ পাস পিয়ন ঠিক আছে। পিয়ন তো একটা চাকরি; কিন্তু এমএ পাস করার দরকার ছিল না। একদিকে এসব সার্টিফিকেট উপচে পড়ছে, আরেকদিকে আমরা কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছি না। প্রবৃদ্ধি যদি জোরদার না হয় তাহলে কিন্তু বেকারত্ব দূর হবে না। আমাদের তো সে প্রডাক্টিভ এমপ্লয়মেন্ট বলতে যা বোঝায়, সেগুলো তৈরি করতে হবে। কিন্তু এখানে যেটা একেবারেই ভুল করে বোঝা উচিত নয়, বেকারত্বের সমাধান সরকার করবে না। কারণ সরকার তো কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে না। সরকারের কাজ হচ্ছে পরিবেশ তৈরি করা এবং সেখানে এই ব্যক্তি খাত এগিয়ে যাবে। যে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি খাত মুখিয়ে আছে এই কর্মসংস্থান তৈরির জন্য; প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু তাদের দিকে নজর নেই। তাদের অর্থের প্রয়োজন মেটানোর কোনো কার্যকর সমাধান নেই এবং তাদের বিষয়টা নিয়ে ভাবিও না। অথচ আমি ওই প্রকল্প আসক্তি থেকে একটার পর একটা প্রকল্প দিয়ে ওই ব্যয়ের বোঝাটাই শুধু বাড়িয়ে যাচ্ছি। আমাদের অর্থনীতি বর্তমানে এক গভীর কাঠামোগত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। প্রয়োজন নীতিনির্ধারণী স্বচ্ছতা, পরিসংখ্যানের মারপ্যাঁচ দূর করে সঠিক তথ্যের ওপর নির্ভরতা এবং প্রকৃত উৎপাদনশীল খাতগুলোর সুরক্ষায় বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ। বিশেষ করে এসএমই খাত ও প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে না পারলে কেবল প্রবৃদ্ধির হিসাব বা বড় বড় প্রকল্প দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি মিলবে না। সরকারের প্রকৃত সক্ষমতা এখানেই নিহিত, তারা যেন সঠিক সময়ে সঠিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং জনগণের মৌলিক আস্থার জায়গাটি পুনর্গঠন করতে পারে।

# শ্রমিকের মজুরি, পুলিশের বেতন ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। সেই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে মাঠে দায়িত্ব পালন করছেন পুলিশ সদস্যরা। একদিকে শ্রমিকেরা বলছেন, বর্তমান বাজারদরে তাঁদের পক্ষে পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন। অন্যদিকে পুলিশ সদস্যদের দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং সীমিত সুযোগ-সুবিধা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু এই দুই পক্ষের মধ্যে একটি অদ্ভুত মিল আছে। দুপক্ষই এমন এক অর্থনৈতিক বাস্তবতার অংশ, যেখানে কাজ করেও অনেকের জন্য সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করা কঠিন। আমরা যখন পুলিশের কথা বলি, তখন প্রায়ই ঘুষ, হয়রানি কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রসঙ্গ আসে। সাধারণ মানুষের মধ্যে পুলিশ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাও কম নয়। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছি, একজন কনস্টেবলের বেতন কত? সেই বেতনে তাঁর নিজের এবং পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয় কতটা মেটে? একজন পুলিশ সদস্যকে যে দায়িত্ব, ঝুঁকি আর অনিয়মিতভাবে দীর্ঘ কর্মঘণ্টার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তার বিপরীতে তাঁর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা কতটুকু? ২০২৬ সালের জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী, পুলিশ কনস্টেবল পদটি ১৭তম গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত। নতুন বেতন কাঠামোয় এই গ্রেডের প্রারম্ভিক মূল বেতন ২১ হাজার ৪০০ টাকা। এর সঙ্গে পদ ও কর্মস্থল অনুযায়ী বাড়িভাড়া, ঝুঁকি, রেশন, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ভাতা যুক্ত হতে পারে। অন্যদিকে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের বর্তমান নির্ধারিত সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা। তাঁরা এখন ৩০ হাজার টাকা নূনতম মজুরির দাবি করছেন। এখানে একটি তুলনা জরুরি। পুলিশের বেতন কাঠামো এবং গার্মেন্টস শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি একেবারে সমতুল্য নয়। একটিতে মূল বেতন ও বিভিন্ন ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে, অন্যটি একটি খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি। তবু এই সংখ্যাগুলো আমাদের একটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়ড় দায়িত্ব ও পেশা আলাদা হলেও একজন মানুষের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের হিসাব কি আলাদা হতে পারে? পুলিশের দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবশ্যই প্রয়োজন। ঘুষ নেওয়া, নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা কিংবা আইন প্রয়োগের ক্ষমতার অপব্যবহার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কম বেতন এসব কাজের অজুহাত হতে পারে না। কিন্তু দুর্নীতি প্রতিরোধের আলোচনায় শুধু ব্যক্তির নৈতিকতার প্রশ্ন তুললে চলবে না; প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি, পর্যাপ্ত পরিচালন ব্যয়, স্বচ্ছ বদলি-পদায়ন, কর্মপরিবেশ এবং ন্যায্য পারিশ্রমিকও নিশ্চিত করতে হবে। 'দ্য ডেইলি স্টার'-এর একটি প্রতিবেদনে পুলিশের তদন্ত ব্যয় ও থানার পরিচালন খাতে বরাদ্দের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি উঠে এসেছে। সেখানে কিছু কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী, তদন্তের বাস্তব ব্যয়ের তুলনায় সরকারি বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। এর অর্থ এই নয় যে, ঘুষ নেওয়ার কোনো বৈধতা তৈরি হয়। বরং এটি দেখায়, একটি প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হলে ব্যক্তিগত সততার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাও ঠিক রাখা প্রয়োজন। একই প্রশ্ন গার্মেন্টস শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁরা দীর্ঘ সময় কাজ করেন, উৎপাদন ও রফতানি অর্থনীতিতে অবদান রাখেন। কিন্তু তাঁদের আয় দিয়ে বাসাভাড়া, খাবার, সন্তানের শিক্ষা, জরুরি চিকিৎসা এবং যাতায়াতের ব্যয় মেটানো কতটা সম্ভব? একজন শ্রমিকের আয় যদি মাসের মাঝামাঝি শেষ হয়ে যায়ড় তাহলে তাঁর কাছে সঞ্চয়,স্বাস্থ্যসেবা কিংবা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কতটা বাস্তবসম্মত? পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। যাঁরা প্রতিদিন শহরের বর্জ্য পরিষ্কার করেন,ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করেন, তাঁদের কতজনের স্বাস্থ্যবিমা আছে? অসুস্থ হলে চিকিৎসার খরচ কে বহন করেন? কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়লে তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা কী?

এখানে সরকারি কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত দেশে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ লাখ ৬৪ হাজার। তাঁদের জন্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা সহায়তা, গুরুতর রোগের চিকিৎসা অনুদান এবং গ্রুপ ইনস্যুরেন্সের মতো সুবিধা রয়েছে। ২০২৫ সালের আগস্টে গ্রুপ ইনস্যুরেন্সের এককালীন সহায়তা দুই লাখ থেকে বাড়িয়ে তিন লাখ টাকা করা হয়। কিন্তু এই সুবিধা আর পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যবিমা এক বিষয় নয়। সরকারি কর্মচারীদের কতজনের কার্যকর স্বাস্থ্যবীমা রয়েছে, তার কোনো সমন্বিত প্রকাশ্য পরিসংখ্যানও সহজে পাওয়া যায় না। ২০২৩ সালে সব সরকারি কর্মচারীকে বীমার আওতায় আনতে একটি স্বতন্ত্র বিমা কোম্পানি গঠনের উদ্যোগের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু উদ্যোগ ঘোষণা আর বাস্তবে সুরক্ষা নিশ্চিত করার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, সেটি আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। অন্যদিকে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ২,৪৬৭ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়। এটি ইতিবাচক উদাহরণ, কিন্তু এমন সুরক্ষা সারা দেশের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য কতটা বিস্তৃত হয়েছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের সামাজিক সুরক্ষার ধারণা এখনও অনেকাংশে চাকরির ধরন, প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি এবং কর্মীর সাংগঠনিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কেউ সরকারি চাকরি করেন, কেউ বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, কেউ ছোট ব্যবসায়, কেউ ব্যক্তিগত বাসায়। কিন্তু অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বেকারত্ব কিংবা পরিবারের আকস্মিক আর্থিক সংকট কোনো পেশার পরিচয় দেখে আসে না। তাহলে আমাদের করণীয় কী? প্রথমত, বিভিন্ন পেশার জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য নয়, জীবনযাত্রার ব্যয়কেও বিবেচনায় নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, পুলিশসহ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কর্মরত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত বেতন, কর্মঘণ্টা, বিশ্রাম, চিকিৎসা ও বীমা নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, গৃহকর্মী, গাড়িচালক, নিরাপত্তাকর্মীসহ অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের জন্যও স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বীমা এবং আয় হারানোর সময় আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পুলিশের কাছে আমরা আইন মেনে চলার প্রত্যাশা করি, শ্রমিকের কাছে উৎপাদনশীলতার, পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাছে পরিচ্ছন্ন শহরের। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে দায়িত্ব প্রত্যাশা করার পাশাপাশি তাঁদের জন্য সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করার দায়িত্বও আমাদের নিতে হবে। একজন পুলিশ সদস্য ঘুষ নিলে তাঁকে জবাবদিহির আওতায় আসতে হবে। একজন শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি আটকে রাখলেও নিয়োগকর্তাকে জবাব দিতে হবে। একইভাবে, একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করিয়ে তাঁর চিকিৎসা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকা উচিত নয়। আমরা কি এমন একটি দেশ গড়তে চাইড় যেখানে মানুষের পেশা ও কর্মক্ষেত্র আলাদা হলেও ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার সবার থাকবে? নাকি সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগটিও নির্ভর করবেড় কে কতটা সংগঠিত, কার দাবি কতটা দৃশ্যমান এবং কে কতটা প্রতিবাদ করতে পারে তার ওপর? একটি দেশের অর্থনীতি শুধু যারা উৎপাদন করেন তাঁদের দিয়ে চলে না; যারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করেন, শহর পরিষ্কার রাখেন এবং প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সেবা দেন, তাঁদের শ্রমের ওপরও দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁদের সবার জন্য সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত আমাদের উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি।

> পুলিশের বেতন কাঠামো এবং গার্মেন্টস শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি একেবারে সমতুল্য নয়। একটিতে মূল বেতন ও বিভিন্ন ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে, অন্যটি একটি খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি। তবু এই সংখ্যাগুলো আমাদের একটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়ড় দায়িত্ব ও পেশা আলাদা হলেও একজন মানুষের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের হিসাব কি আলাদা হতে পারে? পুলিশের দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবশ্যই প্রয়োজন। ঘুষ নেওয়া, নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা কিংবা আইন প্রয়োগের ক্ষমতার অপব্যবহার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কম বেতন এসব কাজের অজুহাত হতে পারে না। কিন্তু দুর্নীতি প্রতিরোধের আলোচনায় শুধু ব্যক্তির নৈতিকতার প্রশ্ন তুললে চলবে না; প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি, পর্যাপ্ত পরিচালন ব্যয়, স্বচ্ছ বদলি-পদায়ন, কর্মপরিবেশ এবং ন্যায্য পারিশ্রমিকও নিশ্চিত করতে হবে। 'দ্য ডেইলি স্টার'-এর একটি প্রতিবেদনে পুলিশের তদন্ত ব্যয় ও থানার পরিচালন খাতে বরাদ্দের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি উঠে এসেছে। সেখানে কিছু কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী, তদন্তের বাস্তব ব্যয়ের তুলনায় সরকারি বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। এর অর্থ এই নয় যে, ঘুষ নেওয়ার কোনো বৈধতা তৈরি হয়। বরং এটি দেখায়, একটি প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হলে ব্যক্তিগত সততার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাও ঠিক রাখা প্রয়োজন। একই প্রশ্ন গার্মেন্টস শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁরা দীর্ঘ সময় কাজ করেন, উৎপাদন ও রফতানি অর্থনীতিতে অবদান রাখেন।




## ছোট ডেস্কটপে বড় এআই শক্তি, গিগাবাইটের 'এআই টপ অ্যারো' কেমন?

**তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক :**
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ এখন আর শুধু ক্লাউডভিত্তিক সেবায় সীমাবদ্ধ নেই। ব্যক্তিগত কম্পিউটারেই বড় এআই মডেল চালানো, ছবি ও ভিডিও তৈরি, সফটওয়্যার উন্নয়ন এমনকি গেমিংয়ের মতো কাজ করার প্রবণতাও বাড়ছে। এই পরিবর্তনকে সামনে রেখে ছোট আকারের শক্তিশালী নতুন ডেস্কটপ কম্পিউটার 'এআই টপ অ্যারো' উন্মোচন করেছে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গিগাবাইট। এনভিডিয়ার আরটিএক্স স্পার্ক প্ল্যাটফর্মে তৈরি এই কম্পিউটারকে ব্যক্তিগত 'এআই স্টুডিও' হিসেবে তুলে ধরছে গিগাবাইট। ১০ নভেম্বর তাইওয়ানের তাইপেতে পণ্যটির ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রথম দেখায় এর আকার হয়তো বড় কোনো উচ্চক্ষমতার ডেস্কটপের কথা মনে করাবে না। কিন্তু প্রায় এক লিটার আয়তনের ছোট কাঠামোর ভেতরেই রাখা হয়েছে এআই কম্পিউটিংয়ের জন্য শক্তিশালী হার্ডওয়্যার। ফলে বড় আকারের কম্পিউটার না রেখেও ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্র, সৃজনশীল স্টুডিও কিংবা অফিসে স্থানীয়ভাবে এআই ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

**ক্লাউড ছাড়াই নিজের কম্পিউটারে এআই :** এআই টপ অ্যারোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো স্থানীয়ভাবে এআই মডেল চালানোর সক্ষমতা। অর্থাৎ সব ধরনের এআই কাজের জন্য ক্লাউড সার্ভারে তথ্য পাঠানোর প্রয়োজন হবে না। কম্পিউটারেই মডেল চালানো, তথ্য বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন এআই অ্যাপ্লিকেশন পরীক্ষা করা যাবে। এতে গোপনীয় তথ্য নিয়ে কাজ করা ব্যবহারকারীদের জন্য বাড়তি সুবিধা তৈরি হতে পারে। একই সঙ্গে ক্লাউডভিত্তিক সেবার ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং দ্রুত সাড়া পাওয়ার সুযোগও রয়েছে।

**ছোট বাক্সে শক্তিশালী হার্ডওয়্যার :** এআই টপ অ্যারোর মূল শক্তি এনভিডিয়ার আরটিএক্স স্পার্ক এনওয়ানএক্স সুপারচিপ। এতে রয়েছে ২০ কোরের এনভিডিয়া গ্রেস প্রসেসর এবং এনভিডিয়া ব্ল্যাকওয়েল স্থাপত্যের আরটিএক্স গ্রাফিকস প্রসেসর। কম্পিউটারটিতে সর্বোচ্চ ১২৮ গিগাবাইট এলপিডিডিআর৫এক্স সমন্বিত মেমোরি এবং সর্বোচ্চ ৪ টেরাবাইট পিসিআই এক্সপ্রেস জেনারেশন-৫ এসএসডি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ ছোট আকারের হলেও এটি সাধারণ অফিসের কাজের পাশাপাশি ভারী এআই ও সৃজনশীল কাজের জন্য তৈরি।

**এআই, কনটেন্ট তৈরি ও গেমিং-এক কম্পিউটারেই :** এআই টপ অ্যারোকে শুধু এআই মডেল চালানোর কম্পিউটার হিসেবে তৈরি করেনি গিগাবাইট। উইন্ডোজ ১১ পরিবেশে এআই উন্নয়ন, কনটেন্ট তৈরি, সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং গেমিং-সবকিছুর জন্যই এটি ব্যবহার করা যাবে। এআই দিয়ে ছবি ও অন্যান্য কনটেন্ট তৈরির কাজে মফাইইউআইসহ বিভিন্ন টুল ব্যবহার করা যাবে। এনভিডিয়া ব্রডকাস্ট ও আরটিএক্স ভিডিও প্রযুক্তি অডিও-ভিডিও প্রক্রিয়াকরণ ও মান উন্নয়নে সহায়তা করবে। গেমারদের জন্য রয়েছে ব্ল্যাকওয়েল স্থাপত্যের গ্রাফিকস প্রসেসর এবং ডিএলএসএস ৫ প্রযুক্তি। সমর্থিত গেমে নিউরাল রেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে আলো, ছায়া ও বিভিন্ন দৃশ্যের বিস্তারিত উপস্থাপনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

**নিজের কম্পিউটারেই এআই ল্যাব :** এআই টপ অ্যারোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি ব্যক্তিগত এআই পরীক্ষাগারের মতো ব্যবহার করা যায়। এনভিডিয়ার কুডা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্মুক্ত এআই মডেল স্থানীয়ভাবে চালানো, পরীক্ষা ও পরিমার্জন করা যাবে। এনভিডিয়া নেমোট্রন মডেল ছাড়াও এলএম স্টুডিও ও ওলামার মতো টুল ব্যবহার করে ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় এআই পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। নতুন মডেল পরীক

## তরুণদের জন্য চাকরির নিশ্চয়তা কর্মসূচি বাড়াচ্ছে যুক্তরাজ্য

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

তরুণদের বেকারত্ব কমাতে চাকরির নিশ্চয়তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার। আগামী নভেম্বরের শেষ দিক থেকে দেশজুড়ে এ কর্মসূচি চালু করা হবে। এর আওতায় ৯০ হাজারের বেশি তরুণ উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছে দেশটির কর্ম ও পেনশন বিভাগ। চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে যুক্তরাজ্যে ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সী ৯ লাখ ৮১ হাজার তরুণ কর্মসংস্থান, শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণের বাইরে ছিলেন। দেশটির এই বয়সী জনগোষ্ঠীর ১৩ শতাংশ তারা। নতুন কর্মসূচির আওতায় ইউনিভার্সাল ক্রেডিট নামে সরকারি ভাতা পাওয়ার যোগ্য ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সীরা ছয় মাসের জন্য বেতনসহ কাজের সুযোগ পাবেন। সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা থাকবে, যার খরচ বহন করবে সরকার। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসের সব এলাকায় এই সুযোগ পাওয়া যাবে। আগামী এপ্রিল থেকে কর্মসূচির আওতা আরও বাড়ানো হবে। বর্তমানে টানা ১৮ মাস ইউনিভার্সাল ক্রেডিট পাওয়ার পর যারা এ কর্মসূচির যোগ্য হন, তখন থেকে তা কমিয়ে ১২ মাস করা হবে। যুক্তরাজ্যের কর্ম ও পেনশনবিষয়ক মন্ত্রী প্যাট ম্যাকফ্যাডেন বলেন, কেউ যত বেশি সময় কাজের বাইরে থাকেন, তাঁর কাজে ফেরার পথ তত কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো তরুণেরই কাজের সুযোগের অপেক্ষায় পড়ে থাকা উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহামের দল লেবার পার্টির ঘনিষ্ঠ সাবেক মন্ত্রী অ্যালান মিলবার্নের একটি প্রতিবেদন প্রকাশের আগেই এ ঘোষণা এল। আগামী সপ্তাহে প্রকাশিতব্য ওই প্রতিবেদনে তরুণদের কর্মবিমুখতা বাড়ার কারণ এবং তাদের কর্মসংস্থানে যুক্ত করার উপায় তুলে ধরা হবে। সূত্র: রয়টার্স

## ইরানে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১২, আহত ১৬

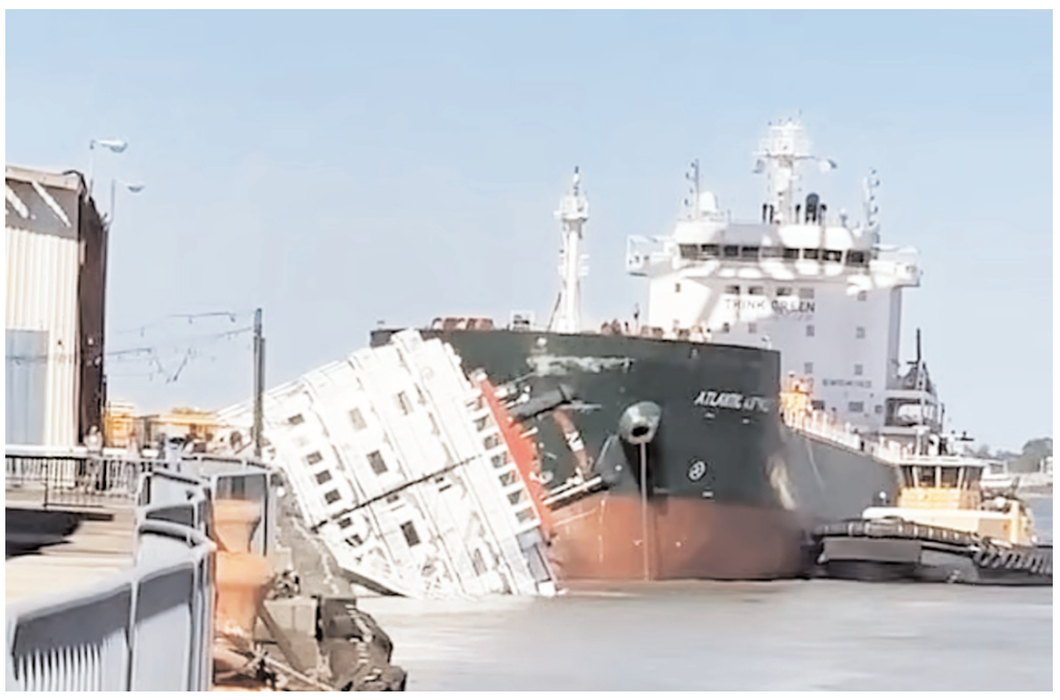
আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

ইরানের পশ্চিমাঞ্চলে একটি বাস উল্টে ১২ জন নিহত এবং ১৬ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে। ইরাক সীমান্তের কাছে আবদানান ও দেহলোরানের মধ্যে শনিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এটি তদন্তাধীন বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা ইরনা। এক স্থানীয় কর্মকর্তার বরাতে ইরনা জানায়, একটি গ্যাস শোধনাগারের কর্মীদের বহনকারী বাস উল্টে গেলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১২ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১৬ জন আহত হয়েছেন। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে। ইরানের সড়ক নিরাপত্তার রেকর্ড খারাপ। দেশটির সরকারি ফরেনসিক মেডিসিন সংস্থা জুনে জানিয়েছিল, মার্চ পর্যন্ত ১২ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ২০ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। সূত্র: এনডিটিভি

### দুই জাহাজের সংঘর্ষকে কেন ‘মিরাকল অব মিসিসিপি’ বলা হচ্ছে

# বেঁচে গেল ১৩০ প্রাণ

**সংঘর্ষের কারণ এখনো জানা যায়নি। এ বিষয়ে মার্কিন কোস্টগার্ডের ক্যাপ্টেন মেলানি বার্নহাম বলেন, পণ্যবাহী জাহাজটির নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় কোনো সমস্যা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। নিউ অরলিন্সের মেয়র হেলেনা মোরেনো সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ঘটনার পরপরই উদ্ধার কার্যক্রম চালানো গেছে। খবর পেয়েই উদ্ধারকর্মীরা সহায়তা কাজে নেমে পড়েন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। হেলেনা মোরেনো আরও বলেন, ‘এ ঘটনায় কেউ নিখোঁজ হননি। মিসিসিপিতে সত্যিই এটি অলৌকিক ঘটনা।’**



মিসিসিপি নদীতে পণ্যবাহী জাহাজের ধাক্কায় কাত হয়ে গেছে প্রমোদতরি ‘আমেরিকান হেরিটেজ’। নিউ অরলিন্স, লুইজিয়ানা, যুক্তরাষ্ট্র, ছবি: রয়টার্স

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

দুটি জাহাজ। একটি প্রমোদতরি। নাম ‘আমেরিকান হেরিটেজ’। অন্যটি পণ্যবাহী। নাম ‘আটলান্টিক অ্যাসফাল্ট’। যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীতে সংঘর্ষ হয় জাহাজ দুটির। এতে প্রমোদতরিতে থাকা প্রায় ১৩০ জন প্রাণে বেঁচে যান। ঘটনাটিকে ‘মিরাকল অব মিসিসিপি’ বলছেন মার্কিন কর্মকর্তারা।

ঘটনাটি ঘটেছে লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিন্সে, গত শুক্রবার দুপুরে। তখন আমেরিকান হেরিটেজ মিসিসিপি নদীতে নোঙর করা ছিল। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কথা আটলান্টিক অ্যাসফাল্টের। কিন্তু পণ্যবাহী জাহাজটি দ্রুতগতিতে প্রমোদতরিতে আঘাত করে।

সংঘর্ষে যাত্রীবোঝাই প্রমোদতরিটি এক পাশে কাত হয়ে যায়। এতে সেখানে থাকা ৩২ জন যাত্রী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তবে কারও আঘাতই গুরুতর নয়। কেউ নিখোঁজ হননি।

তদন্ত চলছে। সংঘর্ষের কারণ এখনো জানা যায়নি। এ বিষয়ে মার্কিন কোস্টগার্ডের ক্যাপ্টেন মেলানি বার্নহাম বলেন, পণ্যবাহী জাহাজটির নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় কোনো সমস্যা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে।

নিউ অরলিন্সের মেয়র হেলেনা মোরেনো সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ঘটনার পরপরই উদ্ধার কার্যক্রম চালানো গেছে। খবর পেয়েই উদ্ধারকর্মীরা সহায়তা কাজে নেমে পড়েন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। হেলেনা মোরেনো আরও বলেন, ‘এ ঘটনায় কেউ নিখোঁজ হননি। মিসিসিপিতে সত্যিই এটি অলৌকিক ঘটনা।’

সংবাদ সম্মেলনে নিউ অরলিন্স বন্দরের প্রধান মেলানি মন্টরোল জানান, শুক্রবার দুপুরের দিকে দুর্ঘটনার খবর জানিয়ে ফোন আসতে শুরু করে। প্রমোদতরিতে পানি ঢুকতে শুরু করলে তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেই যাত্রীদের নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করেন।

বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, সংঘর্ষের সময় ‘আমেরিকান হেরিটেজ’ জাহাজে ১২৯ জন যাত্রী ও ক্রু ছিলেন।

সংঘর্ষের পরপরই প্রমোদতরিটি এক পাশে হেলে পড়ে। আরোহীরা দ্রুত সেটা থেকে নেমে আসেন। একপর্যায়ে জাহাজটি পুরোপুরি কাত হয়ে পড়ে বলে জানান মেয়র হেলেনা মোরেনো।

উদ্ধার কাজে অংশ নিতে টাগবোট চালক, পুলিশ ও অন্য উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ওই সময়ে কর্তৃপক্ষ মিসিসিপি নদীতে নৌচলাচল বন্ধ করে দেয়।

আট দিনের ভ্রমণ শেষে আমেরিকান হেরিটেজ সবে মিসিসিপি নদীতে এসে নোঙর করেছিল। যাত্রাপথে লুইজিয়ানা ও মিসিসিপির বিভিন্ন গন্তব্যে এটির যাত্রাবিরতি ছিল।

# সৌদি আরব ‘ভেঙে পড়ছে’: ডোনাল্ড ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

সৌদি আরব ‘ভেঙে পড়ছে’ বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত শুক্রবার প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। ইয়েমেনের ইরানপন্থী হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার মুখে থাকা সৌদি আরবের জন্য ট্রাম্পের এমন মন্তব্য অবমাননাকর হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত। স্টিফেন এ স্মিথকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দম্ভোক্তি করে বলেন, বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালিয়ে তিনি মাত্র তিন দিনে ইরানকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার কারণে সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশ তাঁকে এমনটা না করার অনুরোধ জানিয়েছে। সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দম্ভোক্তি করে বলেন, বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালিয়ে তিনি মাত্র তিন দিনে ইরানকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার কারণে সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশ তাঁকে এমনটা না করার অনুরোধ জানিয়েছে। ট্রাম্প বলেন, ‘আমি যদি তাদের (ইরানকে) শেষ করে দিতে চাই, তবে এক দিনেই তাদের (জ্বালানি) খাতে আঘাত হানতে পারি। তাদের জ্বালানিব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবে। এক দিনে তাদের সেতুগুলো ধ্বংস হবে, আর এক দিনে তাদের উৎপাদন সক্ষমতা গুঁড়িয়ে যাবে। প্রতিটি খাতের জন্য এক দিন করে আমার মাত্র তিন দিন সময় লাগবে।’মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘সৌদি আরব আমাকে অনুরোধ করেছে, “আপাতত পরিস্থিতি যেমন আছে, দয়া করে তেমনই থাকতে দিন।”



## মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে আসিয়ান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

অভ্যুত্থান-পরবর্তী মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে ‘পরিস্থিতি বিবেচনায় ধাপে ধাপে যোগাযোগ’ অব্যাহত রাখার বিষয়ে একমত হয়েছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতারা। গতকাল রোববার প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। আঞ্চলিক জোট আসিয়ান মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথ খুঁজছে। মিয়ানমার এখনও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট আসিয়ানের সদস্য। তবে ২০২১ সালে সামরিক জান্তা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর থেকে দেশটিকে জোটের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকগুলোতে অংশ নিতে দেওয়া হচ্ছে না। ম্যানিলা থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে। এ বছর অভ্যুত্থানের নেতা মিন অং হ্লাইং বেসামরিক প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগে নেতৃত্ব দিচ্ছে থাইল্যান্ড। পর্যবেক্ষকেরা দেশটির নির্বাচনকে প্রহসন বলে আখ্যায়িত করেন। সামরিক বাহিনী, গণতন্ত্রপন্থী বিদ্রোহী জোট ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাত বন্ধে আসিয়ানের ‘পাঁচ দফা ঐকমত্য’ (ফাইভ-পয়েন্ট কনসেনসাস–৫পিসি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মিয়ানমারের সঙ্গে ‘পরিস্থিতি বিবেচনায় ধাপে ধাপে যোগাযোগ’ রাখার আহ্বান জানিয়েছে ব্যাংকক। ম্যানিলায় বৈঠকে বসা আসিয়ান নেতারা যৌথ বিবৃতিতে একই অবস্থান গ্রহণ করেন। এতে বলা হয়, ‘মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ধাপে ধাপে এবং অগ্রগতির ভিত্তিতে মিয়ানমারের সঙ্গে পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘মিয়ানমার পাঁচ দফা ঐকমত্য বাস্তবায়নে ধারাবাহিক ও সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি অর্জন করতে পারলে আসিয়ান দেশটির পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ধীরে ধীরে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।’ পাঁচ দফা পরিকল্পনা গ্রহণের পর প্রায় পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও তাতে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। গত মে মাসে আসিয়ানের এক সম্মেলনে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস স্বীকার করেন, মিয়ানমারে তিনি ‘কোনো অগ্রগতি’ দেখতে পাননি। গতকাল রোববার ম্যানিলায় আসিয়ান নেতাদের বৈঠকের উদ্বোধনী বক্তব্যেও তিনি ছয় মাস আগে তোলা একই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ‘মিয়ানমারের জন্য আমড়া আর কী করতে পারি?’ এবারের বৈঠকে পাঁচ দফা ঐকমত্য বাস্তবায়নে আরও অগ্রগতি অর্জনের উপায় নিয়ে বাস্তবসম্মত ও ভবিষ্যৎমুখী আলোচনা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে মাঠপর্যায়ের বাস্তবতার সঙ্গে উদ্যোগগুলোকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মিয়ানমারের জনগণের মালিকানায় ও নেতৃত্বে পরিচালিত প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার বিষয়েও আলোচনা হবে। চলতি বছরের শেষ দিকে আসিয়ানের ঘূর্ণায়মান সভাপতির দায়িত্ব ফিলিপাইনের কাছ থেকে সিঙ্গাপুরের হাতে যাবে।

# ফিচার

## বেশি খাওয়ার দাওয়া প্রবণতা কমানোর উপায়



রকমারি ডেস্ক

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং, অর্থাৎ দিনের একটা লম্বা সময় না খেয়ে থাকার অভ্যাস করার মাধ্যমে অনেকেই ওজন নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে মনে রাখতে হবে, ওজন কমানোর সব উপায় সবার উপযোগী নয়। অনেকেই ক্ষুধা সহ্য করতে পারেন না। আর দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকায় অ্যাসিডিটিতেও ভোগেন অনেকে।

দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার পর ক্ষুধার্ত অবস্থায় অনেক বেশি খেয়ে ফেলার প্রবণতা থাকে বহু মানুষের মধ্যে। অস্বাস্থ্যকর খাবারও খেয়ে ফেলেন অনেকে। তাই সারা দিনে ভাগে ভাগে নানান রকম খাবার খাওয়াই সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস। আর কয়েক মাস ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংয়ের মতো খাদ্যাভ্যাস মেনে চললেও তা বছরজুড়ে চালিয়ে না যাওয়াই ভালো।

নিজেকে ‘শাস্তি’ দেবেন না

আপনি হয়তো পিৎজা কিংবা বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসেন। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে প্রিয় খাবারটাকে বাদ দিয়েছেন খাদ্যতালিকা থেকে। তবে দীর্ঘদিন এভাবে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে গিয়ে বিষয়টাকে ‘শাস্তি’র পর্যায়ে নিয়ে যাবেন না যেন।

রসনার তৃপ্তি থেকে জোর করে নিজেকে বঞ্চিত করা হলে আপনি সুস্বাদু কিন্তু অস্বাস্থ্যকর যেকোনো খাবার খেয়ে ফেলতে পারেন অনেক বেশি পরিমাণে। তাই খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করলেও খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র্য রাখুন। প্রিয় খাবার অল্প পরিমাণে গ্রহণ করুন মাঝেমধ্যে।

মনোযোগ দিয়ে খান

খাবারের স্বাদ অনুভব করুন। খাবার খাওয়ার সময় অন্যদিকে মন দেবেন না। টেলিভিশন, মুঠোফোন বা কোনো ডিজিটাল পর্দা সামনে রেখে খাবেন না।

সব সময় ধীরেসুস্থে চিবিয়ে খাবার খেতে চেষ্টা করুন। চামচ দিয়ে খাবার খেলে খাবার চিবানোর সময় সেটি প্লেটে রেখে দিতে পারেন। এ রকম উপায়ে খাওয়ার গতি কমানো সহজ হবে।

এমন খাবার বেছে নিন, যা হজম হতে সময় লাগে

আঁশসমৃদ্ধ খাবার খান পর্যাপ্ত পরিমাণে। লাল চাল, লাল আটা, যব, ওটস, কিনোয়া প্রভৃতি গোটা শস্য রাখুন খাদ্যতালিকায়। রিফাইনড বা পরিশোধিত শস্যদানা এড়িয়ে চলুন।



## নিজের টাকায় ব্যাগ কেনার পরও কেন ক্রেতাদের নজরদারিতে থাকতে হয়

বর্তমানের ফাস্ট ফ্যাশন যুগে টাকা থাকলেই যেন সবকিছু কেনা যায়। তবে ফ্রেঞ্চ কোম্পানি হার্মিসের ক্ষেত্রে কথাটা যেন খাটে না। তাদের আইকনিক ‘বারকিন’ ব্যাগ কিনতে গেলে শুধু টাকা থাকলেই চলে না, বরং ব্র্যান্ড নিজেরা খুঁজে নেয় তাদের পছন্দসই ক্রেতা। হার্মিসের কাছে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কটাই একেবারে উল্টো। এখানে ক্রেতা পছন্দ করে পণ্য বেছে নেন না, বরং বিক্রেতা বেছে নেয় কার কাছে বিক্রি করা হবে তাদের পণ্য। সন্ধ্যায় নিজের যত্ন নেওয়ার মতো কাজ, যেমন ঘরোয়া ফেসিয়াল করা, পেডিকিউর, নখ কাটা, চুলের যত্ন নেওয়া, চুল বাঁধা, জার্নাল লেখাড় এসব চলতে পারে হার্মিস নিজেদের ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি করেছে ‘এক্সক্লুসিভিটি’র ওপর। বিশেষ করে তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যাগ বারকিন ও কেলি ব্যাগ যতটা না জনপ্রিয় তাদের নিজেদের গুণে তার থেকে বেশি জনপ্রিয় তাদের এক্সক্লুসিভের জন্য। এ কারণে এই ব্যাগগুলোকে ‘কোটা ব্যাগ’ও বলা হয়। কারণ, হার্মিসের আউটলেটে গিয়ে আপনি কখনোই এই ব্যাগগুলো দেখবেন না। তার মানে যে এই ব্যাগগুলো আউটলেটে নেই, তা কিন্তু নয়। বরং ব্যাগগুলো কখনোই দোকানের তাকে সাজানো থাকে না। দোকানের ম্যানেজার বা সেলস অ্যাসোসিয়েটরা যখন মনে করেনড়কোনো গ্রাহক এই ব্যাগ কেনার ‘যোগ্য’, তখনই কেবল পর্দার আড়াল থেকে ব্যাগটি বের করা হয়।

## রসুন দিয়ে কখনো গাজর ভেজেছেন

### রসুনে ভাজা গাজরের রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার



**প্রণালি**

প্যানে তেল বা মাখন গরম করে রসুন দিয়ে খুব অল্প সময় নেড়ে সুবাস বের করুন।

এবার গাজর দিয়ে উচ্চ আঁচে ৩-৪ মিনিট নেড়ে নিন।

লবণ ও গোলমরিচ যোগ করুন।

গাজর নরম কিন্তু হালকা মচমচেড়এই অবস্থায় চুলা বন্ধ করুন।

সবশেষে লেবুর রস ছিটিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

**উপকরণ**

জলপাইয়ের তেল বা মাখন ২ টেবিল চামচ
রসুন ১ টেবিল চামচ (কুচি)
গাজর ২ কাপ (ডুমো করে কাটা)
লবণ স্বাদ অনুযায়ী
গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ
লেবুর রস ১ চা-চামচ

## দুধের চেয়ে বেশি ক্যালসিয়াম পাবেন এই পাঁচ খাবারে



ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে দুধ দারুণ জনপ্রিয়। তবে এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা দুধ খেতে পছন্দ করেন না। কারও কারও আবার দুধ খেলে শারীরিক সমস্যাতে ভুগতে হয়। কিন্তু দুধের সমান বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম আছে, এমন খাবারের সংখ্যা খুব কম। এ সম্পর্কে টাঙ্গাইলের কুমুদিনী সরকারি কলেজের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শম্পা শারমিন খানুএর সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন রাফিয়া আলম।

দেহের চাহিদা মেটাতে আপনাকে রোজ নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতেই হবে। আর সেটার জন্য কেবল এক গ্লাস দুধ যথেষ্ট নয়। রোজ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য কতটা ক্যালসিয়াম প্রয়োজন, তার একটা গড়পড়তা হিসাব করা যেতে পারে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির রোজ ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়। এক গ্লাস দুধ থেকে কেবল ৩০০ মিলিগ্রামের মতো ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। রোজকার প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের বাকি অংশ পাওয়ার জন্য তাঁকে ক্যালসিয়ামের এমন উৎস খুঁজতেই হবে, যা থেকে বেশ খানিকটা ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে।

তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি থাকলে খাবারের ক্যালসিয়াম আপনার দেহে শোষণ হবে না। তাই রোদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই হবে। আরও মনে রাখা প্রয়োজন, ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিয়মিত সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা নিরাপদ না-ও হতে পারে।

টকদই

এক কাপ টকদই থেকে ৩০০ মিলিগ্রাম বা তার বেশি ক্যালসিয়াম পেতে পারেন। নানাভাবেই টকদই খেতে পারেন। যেমন ফলমূল বা কাঁচা সবজির সঙ্গে টকদই দিয়ে সহজেই স্বাস্থ্যকর স্ন্যাক্স তৈরি করতে পারেন।

কাঁটাসহ ছোট মাছ

কাঁটাসহ ছোট মাছে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে, তবে সব মাছেই ক্যালসিয়ামের পরিমাণ এক নয়। মলা, কাচকি, চেলা মাছ প্রভৃতি ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস। ১০০ গ্রাম পরিমাণ ছোট মাছ যদি কাঁটাসহ খাওয়া হয়, তাহলে আপনি তা থেকেও ৩০০ মিলিগ্রাম বা তার বেশি ক্যালসিয়াম পেতে পারেন।

## উত্তাপহীন সাফের ফাইনাল আজ

স্পোর্টস রিপোর্টার

যে টিকিটের দাম ছিল ১ হাজার টাকা, সেটিই এখন পাওয়া যাচ্ছে ২০০ টাকায়। তাও আবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচের টিকিট!

স্বাগতিক বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেওয়ায় ফাইনাল ঘিরে দর্শকদের আগ্রহে ভাটা পড়েছে। তারই প্রভাব পড়েছে টিকিটের দামে। আজ ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল দেখতে এখন গ্যালারির টিকিট মিলছে মাত্র ২০০ টাকায়।

টিকিট বিক্রির দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান টিকিফাইয়ের ওয়েবসাইটে ফাইনালের গ্যালারি টিকিটের দাম ২০০ টাকা দেখা গেছে। অথচ বাংলাদেশ সেমিফাইনালে উঠলে কমানোর পরও টিকিটের দাম ছিল ৮০০ টাকা।

পাকিস্তানের কাছে ১-০ গোলে হেরে বাংলাদেশের বিদায়ের পর ফাইনালের টিকিটের দাম কমেছে চার গুণ। তবু ফাইনালে দর্শক কতটা হবে, সে শঙ্কা থাকছেই।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সেমিফাইনালের গ্যালারি ছিল দর্শকে ভরা। প্রায় ২২ হাজার আসনের জাতীয় স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন ২১ হাজার ৯৮৩ জন।

জাতীয় স্টেডিয়াম এলাকায় গিয়ে সাফ ফাইনালের তেমন কোনো আঁচ পাওয়া যায়নি। গ্যালারিতে বসে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ দেখা তরিকুল ইসলামের কথাতেও ফুটে উঠেছে বাস্তবতা।

স্টেডিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ নেই, এখন আর ফাইনাল দেখে কী করব? আমাদের সাফ শেষ।'

শ্রীলঙ্কাকে ৪-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠার পর ফাইনালে খেলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশের সমর্থকেরা।



## বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনকে হারাল ইংল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক

মাদ্রিদের মেত্রোপলিতানোতে স্পেনের পারফরম্যান্স দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন দর্শকরা। তিন গোলে পিছিয়ে পড়েছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তবে ইংল্যান্ড ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পর তারা ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দেয়। কিন্তু হার এড়াতে পারেনি তারা। পাঁচ গোলের থ্রিলারে ৪৩ ম্যাচ পর হারল স্পেন। দুর্দান্ত জয়ে উয়েফা নেশনস লিগে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে থ্রি লায়নরা।

নিজেদের ফুটবল ইতিহাসে প্রথমবার শীর্ষ র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকা দলের বিপক্ষে দেশের বাইরে জিতল ইংল্যান্ড। মাদ্রিদে ডিফেন্ডিং বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচের শেষ মুহূর্তের তুমুল চাপ সামলে এক ঐতিহাসিক জয় তুলে নিয়েছে তারা। ?ম্যাচের এক ঘণ্টার মধ্যে ৩-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল থমাস টুখেলের দল।

কিন্তু এলিয়ট অ্যান্ডারসন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর স্পেন ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দেয়। ইংল্যান্ড রক্ষণাত্মক লড়াই করে তাদের অপরাজিত থাকার মর্যাদা কেড়ে নেয়। শেষ দিকে ?গোলরক্ষক জেমস ট্রাফোর্ড একের পর এক দুর্দান্ত সেভ করে নিজের একাদশে থাকাটা পুরোপুরি যৌক্তিক প্রমাণ করেন। স্পেনকে সমতা ফেরাতে দেননি তিনি।

মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামের স্বাগতিক সমর্থকরা বাকরুদ্ধ হয়ে যান। কারণ প্রথম বাঁশি থেকেই স্পেনকে পাত্তা না দিয়ে আধিপত্য বিস্তার করে ইংল্যান্ড। এর মাধ্যমে স্পেনের অপরাজিত থাকার ৪৩ ম্যাচের রেকর্ডে ইতি টানে থ্রি লায়নরা (২০২৫ নেশনস লিগ ফাইনালে পর্তুগালের কাছে টাইব্রেকারে হার বাদ দিলে)। ২০২৪ সালের মার্চের পর নির্ধারিত সময়ে হারের স্বাদ না পাওয়া স্পেন এর মধ্যে জিতেছে ইউরো ও ফুটবলের সবচেয়ে বড় শিরোপা বিশ্বকাপ।

ম্যাচে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করলেও প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে গোল করার আগপর্যন্ত বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট করে ইংল্যান্ড। পাউ কুবারসির ফাউলের শিকার হয়ে পেনাল্টি থেকে নিজের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ৯৩তম গোল করেন অধিনায়ক হ্যারি কেইন।

বিরতির পর ঝোড়ো গতিতে আরও দুটি গোল করে স্পেনকে বিপদে ফেলে দেয় টুখেলের দল। ৫৩ মিনিটে ডেক্লান রাইসের কর্নার থেকে হেডে গোল করেন এজরি কোনসা। এর চার মিনিট পর তার আর্সেনাল সতীর্থ বেন হোয়াইট একটি চমৎকার আক্রমণ শেষ করেন শক্তিশালী কোনাকুনি শটে।

এরপর ৬৫ মিনিটে নিজেদের ভুলে খেসারত দিতে হয় ইংল্যান্ডকে। জ্যারেল কোয়ানসা বলের নিয়ন্ত্রণ হারালে লামিনে ইয়ামালকে ফাউল করতে বাধ্য হন অ্যান্ডারসন। তিনি লাল কার্ড দেখেন এবং পেনাল্টি থেকে গোল করেন মিকেল ওয়ারজাবাল।

## গালি দিয়ে ক্ষমা চাইলেন সাবালেঙ্কা

স্পোর্টস ডেস্ক

ডব্লিউটিএ ফাইনালসে ইউক্রেইনের এলিনা স্ভিতোলিনার বিপক্ষে হারের ম্যাচে গালিগালাজ করার একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ক্ষমা চেয়েছেন আরিনা সাবালেঙ্কা। তবে প্রতিপক্ষকে অপমান করার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বেলারুশের এই তারকা।

সামাজিক মাধ্যমে শনিবার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দেখা যায়, স্ভিতোলিনার কাছে ৬-৩, ৩-৬, ৬-১ গেমে হারের ম্যাচে সাবালেঙ্কা রাগান্বিত হয়ে অঙ্গভঙ্গি করছেন এবং রুশ ভাষায় গালিগালাজ করছেন।

র‍্যাঙ্কিংয়ের দুই নম্বর এই খেলোয়াড়ের মন্তব্য স্ভিতোলিনা বা সামগ্রিকভাবে ইউক্রেইনের মানুষদের প্রতি অপমান হিসেবে ব্যাখ্যা করেন কয়েকজন ধারাভাষ্যকার।

পরবর্তীতে সামাজিক মাধ্যমে সাবালেঙ্কা লেখেন, "আমার মন্তব্যটি এলিনার উদ্দেশ্যে ছিল না।

তার দাবি, কিছু দর্শকের আচরণের কারণে মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। "দর্শকদের একটি ছোট অংশের আচরণে আমি হতাশ ছিলাম, যারা আমার ভুলগুলোর সময় আক্রমণাত্মকভাবে উল্লাস করছিল।

সেই মুহূর্তে আমি আবেগতাড়িত হয়ে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলি।

"তবে আমার হতাশা অন্যভাবে সামলানো উচিত ছিল। যারা এতে কষ্ট পেয়েছেন, তাদের কাছে ক্ষমা চাইছি আমি।"

সাবালেঙ্কা বলেন, স্ভিতোলিনা দারুণ খেলেছেন। টুর্নামেন্টের বাকি অংশের জন্য তাকে শুভকামনাও জানান চারবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ২৬ বছর বয়সি এই তারকা।

ইউক্রেইনের খেলোয়াড়দের দীর্ঘদিনের একটি নীতি হলো, তাদের দেশে চলমান আগ্রাসনের কারণে তারা রুশ বা বেলারুশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করেন না। এছাড়াও, তারা ম্যাচের আগে ওই দুই দেশের প্রতিপক্ষের সঙ্গে কোনো যৌথ ছবিও তোলেন না।

তবে স্ভিতোলিনা আশা প্রকাশ করেছেন যে, তাদের মধ্যকার ম্যাচগুলোকে যেন যথাযথ 'সম্মান' দেওয়া হয়। সামাজিক মাধ্যমে সাবালেঙ্কার ক্ষোভ প্রকাশের ভাইরাল ভিডিওগুলো দেখেছেন বলে জানান তিনি।





## আনচেলত্তিকে ব্রাজিল ছাড়ার অনুরোধ

স্পোর্টস ডেস্ক

ফিফা প্রীতি ম্যাচে জাপানের কাছে ৩-২ গোলের হারের পর ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তির পদত্যাগ দাবি করেছেন দেশটির কিংবদন্তি ফুটবলার রোমারিও।

ওই হারের পর সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ কোচের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে। এবার ব্যাগ গুছাও। বিদায় নাও। বার্সেলোনার সাবেক এই খেলোয়াড় সামাজিক মাধ্যমে একটি দীর্ঘ পোস্টে লেখেন, 'আনচেলোত্তি, যথেষ্ট হয়েছে! নিজের গোছগাছ করে বিদায় নিন।' রোমারিও বিশ্ব ফুটবলে এই কোচকে 'অন্যতম সেরা কোচ' হিসেবে প্রশংসা করলেও জোর দিয়ে বলেন, 'এই সাফল্য এবং ট্যাকটিকস শুধু ক্লাব ফুটবলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ব্রাজিল জাতীয় দলের ক্ষেত্রে এসব খাটে না। রোমারিও মনে করেন, ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসে গেছে।

# বিনোদন

## 'শিল্পীদের মুখে গালি ছি ছি ছি', যে কারণে বললেন পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক

ঢাকাই সিনেমার আলোচিত নায়িকা পরীমনির একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস ঘিরে আলোচনা তৈরি হয়েছে। অভিনেতা হেলাল খানের উত্তেজিত হয়ে একজনকে বকাঝকা করার ভিডিও শেয়ার করে কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। শিল্পীদের মুখে এমন ভাষা শুনে বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন এই অভিনেত্রী।

রোববার (১৫ নভেম্বর) নিজের ফেসবুক পেজে একটি টেলিভিশন চ্যানেলের প্রকাশিত ভিডিওটি শেয়ার করেন পরীমনি। এর ক্যাপশনে তিনি লেখেন, 'শিল্পীদের মুখে গালি ছি ছি ছি, নাহ মনে হয় ভুল শুনছি' এরপর অশ্রাব্য একটি কথা উল্লেখ করে পরী লেখেন '..কোনো গালি না।'

পরীমনির শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, এফডিসি প্রাঙ্গণে মেজাজ হারিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করছেন অভিনেতা হেলাল খান। একপর্যায়ে তাকে উচ্চস্বরে বকাঝকা করতেও শোনা যায়। ভিডিওতে হেলাল খানের এমন আচরণ নিয়েই মূলত মন্তব্য করেছেন পরীমনি।

জানা গেছে, চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্টদের আয়োজিত একটি মানববন্ধনে অংশ না নেওয়াকে কেন্দ্র করেই এ ঘটনার সূত্রপাত। রোববার দুপুরে রাজধানীর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনে (এফডিসি) সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টার প্রতিবাদে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন অভিনেতা হেলাল খান, সংগীতশিল্পী ইথুন বাবু, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির সভাপতি আওলাদ হোসেন উজ্জ্বলসহ চলচ্চিত্র অঙ্গনের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা।

তবে এফডিসিতে উপস্থিত থাকলেও মানববন্ধনে অংশ নেননি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয় চৌধুরীসহ কয়েকজন সদস্য। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ হন হেলাল খান।

মানববন্ধন শেষে শিল্পী সমিতির কার্যালয়ের সামনে জয় চৌধুরীসহ কয়েকজনকে দেখতে পান তিনি। এরপর তাদের উদ্দেশে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এই অভিনেতা। এ সময় জয় চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে হেলাল খান বলেন, 'তুই একটা ফ্যাসিস্ট। স্বৈরাচারের দোসর। যে কারণে অনুষ্ঠানে যাসনি তোরা। একপর্যায়ে আরও উত্তেজিত হয়ে তিনি বলেন, 'এখানে যারা ছিল সবগুলো ফ্যাসিস্ট। এফডিসি ফ্যাসিস্টমুক্ত করতে হবে।' হেলাল খানের এমন উত্তেজিত আচরণে কিছু সময়ের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এফডিসি প্রাঙ্গণ। তবে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির খবর পাওয়া যায়নি।



## যৌন হয়রানির শিকার স্বরা, চুপ ছিলেন কাজ হারানোর ভয়ে

বিনোদন ডেস্ক

অভিনয়জীবনের শুরুর দিকে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর। ২০১১ সালে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমাড়িতে একটি সিনেমার শুটিং চলাকালে এক পরিচালকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন স্বরা। ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য ফ্রি প্রেস জার্নালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্বরা জানান, ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১১ সালে। তখন সদ্য 'তনু ওয়েডস মনু' সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয়জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই চলছে। তখন তার বয়স ২০-এর ঘরে।

চলচ্চিত্রজগতে নিজের জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করছেন। হাতে বড় একটি কাজ, সামনে দীর্ঘ শুটিং। এমন পরিস্থিতিতে পরিচালকের আচরণের প্রতিবাদ করা কিংবা কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথা ভাবতেও পারেননি অভিনেত্রী।

তার ভাষ্য, 'আমি প্রকল্পটি ছেড়ে যেতে চাইনি। কাজ হারাতে চাইনি। আমারও তো নিজের কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, তাই না? নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে স্বপ্ন দেখা অন্যায় কেন?' শুটিংয়ের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই পরিচালকের অস্বস্তিকর আচরণের মুখোমুখি হন তিনি। স্বরা বলেন, 'তখন তিনি বুঝতেই পারেননি যে তার সঙ্গে যা ঘটছে, সেটি কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ে।




## মানববন্ধনে অংশ না নেওয়ায় জয় চৌধুরীর ওপর ক্ষুব্ধ হেলাল খান

বিনোদন ডেস্ক

চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্টদের আয়োজিত মানববন্ধনে অংশ না নেওয়াকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয় চৌধুরীসহ কয়েকজনের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিনেতা ও জাসাসের আহ্বায়ক হেলাল খান। মানববন্ধন শেষে এফডিসিতে তাদের মুখোমুখি হয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে নানা মন্তব্য করেন তিনি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এফডিসি প্রাঙ্গণ। রোববার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনে (এফডিসি) এই ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টার প্রতিবাদে এদিন এফডিসি ও চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্টদের উদ্যোগে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। পূর্বঘোষিত এ কর্মসূচিতে অংশ নেন অভিনেতা হেলাল খান, সংগীতশিল্পী ইথুন বাবু, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির সভাপতি আওলাদ হোসেন উজ্জ্বলসহ চলচ্চিত্র অঙ্গনের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা। তবে এফডিসিতে উপস্থিত থাকলেও মানববন্ধনে অংশ নেননি শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয় চৌধুরীসহ কয়েকজন সদস্য। বিষয়টি নিয়েই ক্ষুব্ধ হন হেলাল খান।

মানববন্ধন শেষে শিল্পী সমিতির কার্যালয়ের সামনে জয় চৌধুরীসহ কয়েকজনকে দেখতে পান তিনি। এরপর তাদের উদ্দেশে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এই অভিনেতা। এ সময় জয় চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে হেলাল খান বলেন, 'তুই একটা ফ্যাসিস্ট। স্বৈরাচারের দোসর। যে কারণে অনুষ্ঠানে যাসনি তোরা।'

এ সময় আরও উত্তেজিত হয়ে তিনি বলেন, 'এখানে যারা ছিল সবগুলো ফ্যাসিস্ট। এফডিসি ফ্যাসিস্টমুক্ত করতে হবে।' হেলাল খানের অভিযোগ, এফডিসিতে উপস্থিত থাকার পরও সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কেন পূর্বঘোষিত মানববন্ধনে অংশ নেননি, সেটিই তার ক্ষোভের কারণ। তার এমন মন্তব্যের পর সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

একপর্যায়ে এফডিসি প্রাঙ্গণে তৈরি হয় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। তবে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির খবর পাওয়া যায়নি।

## পুলিশের ভুলে ছাড়া পেয়ে গেল আসামি!

বিনোদন ডেস্ক

নায়িকার আপত্তিকর ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন এক ব্যক্তি। তবে গ্রেফতারে পুলিশের আইনি প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকায় শেষ পর্যন্ত তাকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। পুলিশের হেফাজতে নেওয়ার আবেদনও খারিজ করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের বিকৃত ছবি ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। তার অভিযোগের ভিত্তিতে মুম্বাইয়ের বান্দ্রা থানায় মামলা হয়। পরে এ ঘটনায় দিল্লির বাসিন্দা আরিয়ান দীপক জৈনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১৫ নভেম্বর দিল্লির শাহদারা এলাকার জগতপুরি থানা এলাকা থেকে সকাল ১০টা ১১ মিনিটে আরিয়ানকে গ্রেফতার করা হয়। পরে বিমানে তাকে মুম্বাইয়ে নিয়ে আসে বান্দ্রা থানার পুলিশ। ছবি তৈরি ও ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধারের জন্য তাকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়েছিল তদন্তকারীরা। তবে আদালতে হাজির করার পরই গ্রেফতারের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ম্যাজিস্ট্রেট। দিল্লি থেকে গ্রেফতারের পর আরিয়ানকে কেন সেখানকার নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়নি, তা জানতে চান আদালত। এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়নি।



১০০ কোটি টাকার খেজুরের রস

# গুড় ও পাটালি বিক্রির সম্ভাবনা

**চৌগাছা প্রতিনিধি**



যশোরের চৌগাছায় ঐতিহ্যবাহী জিআই পণ্য খেজুরের গুড় সংগ্রহের মৌসুম শুরু হয়েছে। খেজুরগাছ থেকে রস সংগ্রহের প্রস্তুতি নিচ্ছেন গাছিরা।

চলতি মৌসুমে অন্তত ১০০ কোটি টাকার রস, গুড় ও পাটালি উৎপাদনের আশা করছে জেলা কৃষি বিভাগ। এ মৌসুমে উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত প্রায় ৩০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট গাছিরা।

জানা যায়, চৌগাছার খেজুরের গুড়ের ঐতিহ্য প্রায় ৪০০ বছরের পুরোনো। ১৭৯০ সালে এ অঞ্চলে খেজুরের গুড়ের বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং তা থেকে চিনি তৈরির কার্যক্রম শুরু হয়। তবে সময়ের পরিবর্তনে সেই ঐতিহ্য অনেকটা হারিয়ে যায়। দেশে আখ থেকে চিনি উৎপাদন শুরু হলে খেজুরের গুড় থেকে চিনি তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে আখের উৎপাদন কমে যাওয়ায় খেজুরের গুড়ের চাহিদা আবার বেড়েছে।

কৃষি অধিদপ্তরের উপপরিচালক জাহিদুল ইসলাম বিশ্বাস জানান, খেজুরের গুড় যশোরের চৌগাছা উপজেলার একটি জিআই পণ্য। শীতের মৌসুম শুরু হলে এ অঞ্চলের হাজার হাজার নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। মধ্যপ্রাচ্যে চৌগাছার খেজুরের গুড়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ কারণে বর্তমান সরকার গুড় রপ্তানির উদ্যোগ নিচ্ছে। বিদেশে গুড় রপ্তানি করা সম্ভব হলে গাছিরা আরও বেশি লাভবান হবেন।

চৌগাছা উপজেলার পাতিবিলা ইউনিয়নের হায়াতপুর গ্রামের গুড় উৎপাদনকারী গাছি গাজী আব্দুর রহমান বলেন, শীতকাল তাঁর পরিবারের জন্য আশার আলো নিয়ে আসে। এ মৌসুমে রস, গুড় ও পাটালি বিক্রি করে সংসার চালানোর পাশাপাশি কিছু অর্থ সঞ্চয়ও করতে পারেন তিনি। বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি একধরনের সাদা গুড়ের পাটালি বাজারে প্রতি কেজি ৮০০ থেকে ১ হাজার ১০০ টাকা দরে বিক্রি করেন। এ পাটালি বিদেশে রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

চলতি মৌসুমে স্বরূপদাহ ইউনিয়নের দেবালয় গ্রামের গাছি আনোয়ার হোসেন আনার প্রায় ৯০টি খেজুরগাছ থেকে রস সংগ্রহ শুরু করেছেন।

তিনি বলেন, মৌসুমের শুরুতেই নলেন গুড়ের পাটালির ভালো অর্ডার পাচ্ছেন। এতে ভালো উপার্জনের আশা করছেন তিনি।

উপজেলার খড়িঞ্চা গ্রামের গাছি আশাদুল ইসলাম মণ্ডল বলেন, খেজুরগাছ একটি লাভজনক কৃষিসম্পদ। এ গাছের পরিচর্যায় তেমন কোনো খরচ নেই। অথচ একটি গাছ থেকে একজন কৃষক প্রতি মৌসুমে অন্তত তিন হাজার টাকার রস ও গুড় পান। সরকার বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের খেজুরের রস ও গুড়কে শিল্প হিসেবে বিবেচনা করে সঠিক পরিকল্পনা নিলে চিনি আমদানিতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় সম্ভব।

খেজুরের রস ও গুড় রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উপজেলার ফুলসারা গ্রামের আতাউর রহমান বলেন, তিনি গাছিদের কাছ থেকে গুড় সংগ্রহ করে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করেন। কয়েক বছর ধরে এ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। পুরো শীত মৌসুমে তাঁর ভালো ব্যবসা হয়।

চৌগাছা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আহসানুল মিজান রুমি বলেন, চিনির তুলনায় খেজুরের গুড় বেশি পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত। ঐতিহ্যগতভাবে সর্দি, শুকনো কাশি ও গলার মিউকাস পরিষ্কার করতে গরম পানি বা চায়ের সঙ্গে খেজুরের গুড় খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া সাদা চিনির তুলনায় খেজুরের গুড়ের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম, যা রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়তে দেয় না।

চৌগাছা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোশাব্বির হোসাইন জানান, উপজেলায় প্রায় দুই লাখ খেজুরগাছ রয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৩৫ হাজার গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা সম্ভব। একটি গাছ থেকে প্রতি মৌসুমে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ লিটার রস পাওয়া যায়। ওই রস থেকে প্রায় ১০ কেজি গুড় উৎপাদন সম্ভব। সে হিসাবে উপজেলায় প্রতি মৌসুমে প্রায় ১০ কোটি টাকার খেজুরের গুড় উৎপাদিত হয়। বৃহত্তর যশোর জেলায় চলতি মৌসুমে অন্তত ১০০ কোটি টাকার খেজুরের গুড় উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

চৌগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা ইসলাম বলেন, খেজুরের গুড় উৎপাদনকারী গাছিদের সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে উপজেলা প্রশাসন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেজুরের গুড়ের পরিচিতি এবং বিক্রি বাড়াতে প্রতিবছর গুড় মেলার আয়োজন করা হয়। এ বছরও গাছিদের অংশগ্রহণে গুড় মেলার আয়োজন করা হবে।




# আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জমি দখলের চেষ্টা

## স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ

**লামা প্রতিনিধি**

**অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, লামা উপজেলার ৩০৭ নম্বর ফাইতং মৌজার ৮৪ নম্বর খতিয়ানের ১২৭২, ১২৭৩ ও ১২৭৪ দাগের আংশিকসহ প্রায় চার কানি প্রথম শ্রেণির জমি দীর্ঘ ৬৫ বছর ধরে এ কে খান ভোগদখল করে আসছেন।**

**মামলায় ১ ও ২ নম্বর বিবাদী জবাব না দেওয়ায় জমিতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়ে আদালত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পাশাপাশি পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ১৪ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেন।**

বান্দরবানের লামা উপজেলায় আদালতের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিরোধপূর্ণ জমিতে স্থাপনা নির্মাণ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

প্রতিপক্ষ মোহাম্মদ হাসান আলীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেছেন জমির মালিকানার দাবিদার নাজমুল ইসলাম ও রিয়াদুল ইসলাম। উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের নয়াপাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দখলচেষ্টাকারীদের সরিয়ে দেয়।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, লামা উপজেলার ৩০৭ নম্বর ফাইতং মৌজার ৮৪ নম্বর খতিয়ানের ১২৭২, ১২৭৩ ও ১২৭৪ দাগের আংশিকসহ প্রায় চার কানি প্রথম শ্রেণির জমি দীর্ঘ ৬৫ বছর ধরে এ কে খান ভোগদখল করে আসছেন। পরবর্তী সময়ে এ কে খান ও অন্য ওয়ারিশদের কাছ থেকে বৈধভাবে জমি কিনে মালিকানা লাভ করেন নাজমুল ইসলাম ও রিয়াদুল ইসলাম। বর্তমানে তাঁরা প্রায় আড়াই কানি জমি শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখলে রেখেছেন।

তবে জমিটি দখলের উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ হাসান আলী দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে আসছেন বলে অভিযোগ করেছেন জমির মালিকরা। এ নিয়ে বিরোধের জেরে হাসান আলী বান্দরবানের বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে মামলা করেন।

মামলায় ১ ও ২ নম্বর বিবাদী জবাব না দেওয়ায় জমিতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়ে আদালত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পাশাপাশি পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ১৪ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেন। কিন্তু আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করে গত শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) জুমার নামাজের সময় মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও লোকজন নিয়ে জোরপূর্বক জমিতে প্রবেশ করে দখলের চেষ্টা চালানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সময় বাধা দিলে নাজমুল ইসলামের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির হুমকিও দেওয়া হয়। জমির মালিকানার দাবিদার নাজমুল ইসলাম ও রিয়াদুল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি মোহাম্মদ হাসান আলী এ কে খানের কাছ থেকে জমি কেনার প্রস্তাব দেন। কিন্তু কম দাম প্রস্তাব করায় তিনি জমি পাননি। পরে তাঁরা ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করে এ কে খান ও তাঁর ওয়ারিশদের কাছ থেকে জমি কেনেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে হাসান আলী জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলেন, আদালতের সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁদের পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। আইনের বাইরে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে তাঁরা প্রতিকারের দাবি জানিয়েছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি জানান, এ কে খান দীর্ঘদিন ওই জমির মালিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বৈধ দলিলের মাধ্যমে তাঁর ওয়ারিশরা জমি বিক্রি করেছেন। তবে হঠাৎ করে হাসান আলী ও তাঁর লোকজন জমিতে গিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছেন।

## বাল্যবিয়ের আয়োজন কারাদণ্ড ও জরিমানা

**তালা প্রতিনিধি**

সাতক্ষীরার তালায় বাল্যবিয়ের আয়োজনের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত বর ও কনের বাবাকে ১৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে বরের বাবাকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে তালা সদরের মহল্লাপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল আফরোজ স্বর্ণা। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন বরের বাবা নগরঘাটা এলাকার মো. নুরুল ইসলাম (৪৫) এবং কনের বাবা মহল্লাপাড়ার শেখ সুমন (৩৬)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহল্লাপাড়া এলাকায় বাল্যবিয়ের আয়োজনের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বর ও তাঁর স্বজনরা পালিয়ে যান। পরে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী তাঁদের বাবাদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

## তুচ্ছ ঘটনায় গাড়িচালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

**নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি**

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মো. রনি (৪১) নামে এক গাড়িচালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আল আমিন নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল ভোর ৬টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি তেরা মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, এক নারীকে কেন্দ্র করে রনির সঙ্গে আল আমিনের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে আল আমিন ধারালো অস্ত্র দিয়ে রনিকে আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মো. এমদাদুল হক জানান, প্রাথমিকভাবে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিরোধের জেরে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আল আমিনকে আটক করা হয়েছে।

## চাঁদা না পেয়ে দোকান ভাঙচুর

**ফেনী প্রতিনিধি**

ফেনীতে চাঁদা না পেয়ে দোকান ভাঙচুর ও ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তারের পর যুবদল নেতা রাজীব রাজুকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

গতকাল ফেনী জেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আল ইমরান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। রাজীব রাজু মির্জানগর ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক ছিলেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, শনিবার সকালে পরশুরাম উত্তর বাজারের ডাকঘর স্টিল ব্রিজসংলগ্ন আমিনুল ইসলাম মিন্টুর দোকানে ঢুকে চাঁদা দাবি করেন রাজু। টাকা না পেয়ে তিনি লাঠি দিয়ে দোকানের আসবাব ও পণ্য ভাঙচুর করেন এবং ব্যবসায়ীকে মারধর করে ক্যাশবাক্স থেকে টাকা নিয়ে যান। ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার বিকেলে পরশুরাম থানায় মামলা হলে পুলিশ রাজুকে গ্রেপ্তার করে।




## সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহায়তার আশ্বাস জেলা প্রশাসকের

**বরগুনা প্রতিনিধি**

প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডরের ১৯ বছর পরও স্বজন হারানো ও ক্ষতিগ্রস্ত অনেক পরিবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি।

বসতভিটা ও জীবিকা হারানোর বেদনাও বয়ে বেড়াচ্ছেন উপকূলের মানুষ। সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত যেসব পরিবার এখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি, জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা চাইলে তাদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন বরগুনার জেলা প্রশাসক তাছলিমা আক্তার।

গতকাল সকালে বরগুনা সদর উপজেলার নলটোনা ইউনিয়নের গর্জনবুনিয়া সিডর স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। বরগুনা প্রেসক্লাব আয়োজিত এ কর্মসূচিতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন বরগুনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. হাফিজুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক তাছলিমা আক্তার। তিনি বলেন, সিডরে স্বজন হারানো ও ক্ষতিগ্রস্ত যেসব পরিবার দীর্ঘ সময়েও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি, তারা যোগাযোগ করলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাযথ সহায়তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সিভিল সার্জন ডা. মো. আবুল ফাত্তাহ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মুকিত হাসান খান এবং নলটোনা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কে এম সফিকুজ্জামান মাহফুজ। তিনি জানান, ইউনিয়নের প্রায় আট কিলোমিটার বেড়িবাঁধ দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। দ্রুত টেকসই সংস্কার ও নির্মাণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিডরের আঘাতে বরগুনায় ১ হাজার ৩৪৫ জনের মৃত্যু হয় এবং ১৫৬ জন নিখোঁজ হন। ক্ষতিগ্রস্ত হয় জেলার ২ লাখ ১৩ হাজার ৪৬১টি পরিবার। এর মধ্যে ৭৭ হাজার ৭৫৪টি পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। গর্জনবুনিয়ায় বহু মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব না হওয়ায় গণকবর দেওয়া হয়েছিল।

স্মরণসভায় বক্তারা উপকূলবাসীর নিরাপত্তায় টেকসই বেড়িবাঁধ, পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে প্রশাসনের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

## উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে ময়মনসিংহে মাসিক সভা

**ময়মনসিংহ প্রতিনিধি**

ময়মনসিংহে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও তার বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গতকাল দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে পূর্বনির্ধারিত মাসিক এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রেজা মো. গোলাম মাসুম প্রধান। এ সময় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি জানান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও মাসে অন্তত দুইদিন বৃহৎ পরিসরে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। হাম-রুবেলা টিকাদান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। একই সাথে জলাতঙ্ক ও স্নেক ভেনম এর টিকা উপজেলাওয়ারী বিভাজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি জানান, যানজট নিরসনে ফুটপাতের অবৈধ দোকান উচ্ছেদে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে এবং নগরীর প্রধান সড়কের মোড়ে অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা নিয়মিত যানজট নিরসন করা হচ্ছে।

এছাড়াও নগরীর বিভিন্ন এলাকায় এডিস মশার বিস্তার রোধে প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত লার্ভীসাইড স্প্রে এবং সন্ধ্যাকালীন এডালটিসাইড প্রয়োগ করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পে ১১২টি কাজের মধ্যে ১০৮টি কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪টি কাজ চলমান আছে।

---

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জেলা বগুড়া শেরপুর আমলী আদালত।**

**আদেশ/বিজ্ঞপ্তি**

যেহেতু নিম্ন তফশীলে উল্লেখিত আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী রহিয়াছে এবং ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ সালের ৮৭ এবং ৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে এবং যেহেতু অত্র আদালতের বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, অত্র আদালতে বিচারার্থে উক্ত আসামী গ্রেফতার এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন এবং যেহেতু উক্ত আসামীকে শ্রীঘ্রই গ্রেফতার করিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে সেহেতু উক্ত কার্যবিধি ৩৩৯বি(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উক্ত আসামীকে নিম্ন তফশীলে তাহার নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার বিচারের জন্য অত্র আদেশ জারী হইবার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আদালতে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় তার অনুপস্থিতিতেই বিচার কার্য সমাধান করা হইবে।

**তফশীল**

| ক্রমিক নং | আসামীর নাম ও ঠিকানা | মামলা নং ও ধারা |
|---|---|---|
| ১. | মোঃ আনোয়ার হোসেন,<br>পিতাঃ মোঃ লোকমান হোসেন,<br>সাং-মামুরশাহী,<br>পোঃ শেরপুর-৫৮৪০,<br>থানাঃ শেরপুর,<br>জেলাঃ বগুড়া। | ২৬৬সি/২০২৩ (শেরপুর)<br>এন আই এক্ট এর ১৩৮ ধারা।<br>ধার্য তারিখ- |

**মোঃ কামাল হোসেন**
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
আমলী আদালত শেরপুর থানা, বগুড়া

---

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট গাবতলী থানা আমলী আদালত।**

**আদেশ/বিজ্ঞপ্তি**

যেহেতু নিম্ন তফসিলে উল্লেখিত আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী রহিয়াছে এবং যেহেতু ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮৯৮ এর ৮৭ এবং ৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহন করা হইয়াছে এবং যেহেতু অত্র আদালতের বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, অত্র আদালতের বিচারার্থে উক্ত আসামী গ্রেফতার এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন এবং যেহেতু উক্ত আসামীকে শীঘ্রই গ্রেফতার করিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষুনে সেহেতু উক্ত কার্যবিধি ৩৩৯ বি (১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আসামীকে নিম্ন তফসীলে তাহার নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার বিচারের জন্য অত্র আদেশ জারী হইবার ১০(দশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় তাহার অনুপস্থিতিতেই বিচারকার্য সমাধান করা হইবে।

**তফশীল**

| ক্রঃ নং | আসামীর নাম ও ঠিকানা | মামলার নং ও ধারা |
|---|---|---|
| ১। | মোছাঃ নাসরিন নাহার রুম্পা,<br>স্বামী-আবু হাসান<br>মোঃ রোকনুজ্জামান<br>সাং-নিউ জুম্মাপাড়া,<br>থানা-কোতয়ালী, জেলা-রংপুর। | মামলা নং-৬৯৪সি/২০২৫<br>(গাবতলী)<br>আইনের ধারাঃ- এন.আই. এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারা।<br>ধার্য্য তারিখঃ ১৯/১১/২৬ইং। |

আদেশক্রমে-
**আরিফুল**
জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
গাবতলী থানা আমলী আদালত, বগুড়া।